সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৪০৬ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০০ (প্রকাশকাল : মে ২০০১)

দ্বিজরাম শর্মার কীর্তিশতক

মনোরঞ্জন ঘোষ*

কবি-প্রসঙ্গ

সংস্কৃত সাহিত্য-জগতে যে-সব বাঙালি কবি নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, দ্বিজরাম শর্মা তাঁদের অন্যতম। তিনি *কীর্তিশতক* নামে একটি শতককাব্য রচনা করেন। সম্ভবত তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কাব্যের প্রথম শ্লোক থেকে[১] জানা যায় যে, তিনি গঙ্গার নিকটবর্তী সুভর্ত্তিপুর নামক গ্রাম বা নগরে বাস করতেন। তাঁর পিতার নাম পল্লব। তিনি সম্ভবত বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদের (১৭০২-১৭৪০ খ্রি:) সভাকবি ছিলেন এবং তাঁর প্রশংসার জন্য এ কাব্য রচনা করেন। ডঃ অতুল সুর প্রদত্ত তথ্য[২] থেকে জানা যায়, *দ্বিজরাম* নামে এক কবি অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৎকালীন বাংলাদেশে বর্তমান ছিলেন। এই কবি দ্বিজরাম এবং *কীর্তিশতক* রচয়িতা দ্বিজরাম শর্মা একই ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়। তবে কাব্যমধ্যে তিনি তাঁর বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করেন নি।

কাব্য-প্রসঙ্গ

কীর্তিশতক একটি শতককাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যজগতে শতককাব্য বিশেষ শ্রেণীর রচনা। শতককাব্য শ্রব্য কাব্যের অন্তর্গত – পদ্যে রচিত। এতে জগৎ, জীবন, দেশ ও সমাজ সম্পর্কে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কবির একান্ত জীবনানুভূতিই শতককাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়।

পরস্পর অর্থনিরপেক্ষ একশত কিংবা কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক শ্লোকে এই শ্রেণীর কাব্য রচিত হয়। শ্লোক সংখ্যার এ তারতম্যের অন্যতম কারণ রচয়িতার নিজহস্তে লিখিত পুঁথি না-পাওয়া এবং অধিকাংশ সংস্কৃত পুঁথিতে অনুলিপি অথবা প্রতিলিপি কালে প্রক্ষেপণ। শ্লোক সংখ্যার তারতম্য হলেও শতককাব্য একটি বিশেষ ভাবকে আশ্রয় করে রচিত হয়। ফলে কাব্য থেকে কিছু শ্লোক আলাদা করে নিলেও বাকি শ্লোকসমূহের মর্মোপলব্ধিতে অসুবিধা হয় না। "পারস্পরিক নিবিড় সম্বন্ধহীন শত শ্লোকের সমষ্টিই 'শতক' কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।"[৩]

শতককাব্য মুক্তককাব্যের সঙ্গে তুলনীয়। সংস্কৃত শতককাব্য মূলত মুক্তককাব্য। মুক্তককাব্যের প্রতিটি শ্লোক স্বাধীন এবং অন্য শ্লোকার্থের ওপর নির্ভরশীল নয়। বিবিধ অলংকার-শাস্ত্রের গ্রন্থে মুক্তকের সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। আলংকারিক দণ্ডীই প্রথম তাঁর কাব্যাদর্শে মুক্তকের উল্লেখ করেছেন—

> মুক্তকং কুলকং কোশঃ সংঘাত ইতি তাদৃশঃ।
> সর্গবন্ধাঙ্গরূপত্বাদনুক্তঃ পদ্যবিস্তরঃ ।।[৪] [১/১৩]

[মুক্তক, কুলক, কোষ, সংঘাত ইত্যাদি সর্গবন্ধ মহাকাব্যের অঙ্গ-স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়।]

---

* গবেষক-প্রাবন্ধিক।

কাব্যাদর্শের প্রাচীন টীকাকার বাদিজঙ্ঘালদেব মুক্তক সম্পর্কে বলেছেন—"মুক্তকমেকং সুভাষিতমুচ্যতে"[৫]। শুধু একটি সুভাষিতকে বলে মুক্তক। কাব্যাদর্শের আর এক প্রাচীন টীকাকার তরুণ বাচস্পতি মুক্তকের ব্যাখ্যায় বলেছেন—"মুক্তকমিতরানপেক্ষমেকং সুভাষিতম্"[৬]। একটি মাত্র অন্যনিরপেক্ষ সুভাষণকে মুক্তক বলা হয়। আরেক প্রাচীন টীকাকারের মত— "মুক্তকং বাক্যান্তরনিরপেক্ষো যঃ শ্লোকঃ"[৭]। যে শ্লোকের অর্থপ্রতীতির জন্য কোন বাক্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয় না, তাকে মুক্তক বলা হয়।

কাব্যানুশাসন নামক অলংকার গ্রন্থের রচয়িতা জৈন আলংকারিক হেমচন্দ্র তাঁর *অলঙ্কারচূড়ামন্দিতে* বলেছেন- "একেন চ্ছন্দসা বাক্যার্থসমাপ্তৌ মুক্তকম্"[৮]। একটি ছন্দে বিরচিত যে পদ্যের বাক্যার্থের পরিপূর্ণতা আছে তাকে মুক্তক বলা হয়। অগ্নিপুরাণে মুক্তকের হৃদয়গ্রাহী সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে—"মুক্তকং শ্লোক একৈকশ্চমৎকারক্ষমঃ সতাম্।"[৯] [৩৩৭/৩৬]। অর্থাৎ সজ্জন কাব্য-পিপাসুদের হৃদয়ে চমৎকারিতা সৃষ্টি করতে মুক্তকের একটি শ্লোকই সক্ষম। আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থ *সাহিত্যদর্পণে* মুক্তকের চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন—

ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যং তেন মুক্তেন মুক্তকম্।[১০] [৬/৩১৪]
[ছন্দোবদ্ধ অন্যনিরপেক্ষ একটি মাত্র শ্লোকে রচিত পদ্যকে মুক্তক বলা হয়।]

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর *ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে শতককাব্যকে প্রকীর্ণ কবিতা বলে অভিহিত করেছেন।[১১]

বহু কবির রচনায় সংস্কৃত শতককাব্য সমৃদ্ধ। ফলে শতককাব্যের সংখ্যাও বহু। সংস্কৃত শতক কাব্য বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে রচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল— প্রেম, শৃঙ্গার, নীতি, বৈরাগ্য, ভক্তি, শান্তি, স্তুতি, উপদেশ প্রভৃতি। বিদ্বৎজনদের প্রশংসিত শতককাব্যগুলি হল—অমরুর *অমরুশতক*, ভর্তৃহরির *শৃঙ্গারশতক*, *নীতিশতক* ও *বৈরাগ্যশতক*, বাণভট্টের *চণ্ডীশতক*, ময়ূরের *সূর্যশতক*, শিহ্লণের *শান্তিশতক*, রামচন্দ্রের *ভক্তিশতক*, আনন্দবর্ধনের *দেবীশতক*, চন্দ্রমাণিক্যের *অপদেশশতক*, ভল্লটের *ভল্লটশতক* ইত্যাদি।

কীর্তিশতক একটি শতককাব্য। বস্তুত শতককাব্যে একশত শ্লোক থাকার কথা। কিন্তু বিভিন্ন শতককাব্যের শ্লোক সংখ্যায় তারতম্য দৃষ্ট হয়। *কীর্তিশতক* শতককাব্যটিও এর ব্যতিক্রম নয়। এই কাব্যের পুঁথিতে চারটি সর্গে ১০০-এর অধিক অর্থাৎ ১০৩+৩ = ১০৬টি শ্লোক আছে। উল্লেখ্য যে, মহাকাব্যে সর্গ বিভাগ থাকে কিন্তু সাধারণত শতককাব্যে সর্গ বিভাগ থাকে না কিন্তু দ্বিজরাম শর্মা তাঁর কাব্যকে চারটি সর্গে বিভক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে এই শতককাব্যটি ব্যতিক্রম।

কীর্তিশতক শতককাব্যটির উপজীব্য হল কোন ব্যক্তি বা রাজার স্তুতি। তবে তিনি কে, এ সম্বন্ধে কাব্য থেকে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। সম্ভবত তিনি বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র (কীর্তিচাঁদ)। কীর্তিচাঁদ আঠারো শতকের বাঙালি রাজাদের অন্যতম। বর্ধমানের মহত্তম রাজবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজা জগৎরাম ও মা রানী বিষ্ণুকুমারী। পিতা জগৎরামের মৃত্যুর (১৭০২ খ্রি:) পর বর্ধমানের রাজা হন কীর্তিচাঁদ। তিনি বর্ধমানের প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। *কীর্তিশতক* গ্রন্থের

নামকরণ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, উপরি-উক্ত বর্ধমান রাজ কীর্তিচাঁদের মাহাত্ম্য, বীরত্ব, প্রজাবাৎসল্য ইত্যাদিকে অমর করে রাখার মানসেই দ্বিজরাম শর্মা গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

কীর্তিশতক কাব্যটি স্তুতিমূলক। কাব্যের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল রাজস্তুতি। কবি *কীর্তিশতক* কাব্যের শ্লোকাবলির মধ্য দিয়ে একজন রাজার প্রশস্তি রচনা করেছেন। অর্থাৎ কাব্যের বিষয়বস্তু হল : একজন রাজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলি। একজন রাজার চরিত্রে যত রকমের সৎগুণ থাকা সম্ভব, যত রকমের ঐশ্বর্য ও মহত্ত্ব তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করা যায় কবি কাব্যের বিভিন্ন ছত্রে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে তা বর্ণনা করেছেন। তবে কবি যে রাজার সম্পর্কে এই শ্লোকগুলি রচনা করেছেন তাঁর নাম কাব্যের কোথাও উল্লেখ করেন নি। সেজন্য তাঁর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা সম্ভব নয়।

কবি রাজার বীরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন: আপনি অভ্যন্তরীণ অস্ত্রসমূহ এবং স্বীয় জয়শীল ধনুক, সুতীক্ষ্ণ অসি প্রভৃতি দেহাবরক দ্বারা এবং মনোরথরূপ অশ্ব (অর্থাৎ মনোবল) দ্বারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন।[১২]

আবার কাব্যের কিছু শ্লোককে শিবের স্তুতিরূপেও গণ্য করা যায়। যেমন :

> পশুপতি নাসিকা দ্বারা রক্ষা করুন, অগেশ্বর মুখ, ইন্দুশেখর ললাট, কপর্দী কেশ এবং কণ্ঠনীলদেশ কণ্ঠ রক্ষা করুন, ভব মহেশ্বর (রক্ষাকর্তা হোন)।[১৩]

ছন্দ ও অলংকার

কীর্তিশতক কাব্যের অধিকাংশ শ্লোক রচিত হয়েছে 'পঞ্চচামর' ছন্দে। গঙ্গাদাস বিরচিত ছন্দোমঞ্জরী মতে পঞ্চচামর হল-যার প্রতিচরণ 'প্রমাণিকা' ছন্দের দু'পাদ অর্থাৎ জ, র, ল, গ, জ, র, ল, গ-গণে গঠিত হয় তাকে 'পঞ্চচামর' ছন্দ বলে। কবি নিয়ম কাব্যের অধিকাংশ শ্লোকে ব্যবহার করেছেন। 'পঞ্চচামর' ছন্দগুলি নৃত্য ও যন্ত্রসহযোগে গান করার পক্ষে উপযোগী এরূপ ধারণা সংস্কৃত বিদ্বৎগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত আছে। সেজন্য *কীর্তিশতক* কাব্যের শ্লোকসমূহ 'পঞ্চচামর' ছন্দে রচিত হওয়ায় এগুলি স্তুতিরূপে সার্থক এবং শ্রোতার মনোরঞ্জন করে। কবি 'পঞ্চচামর' ছাড়া অন্য ছন্দও ব্যবহার করেছেন; প্রতি সর্গের শেষ শ্লোক রচিত হয়েছে 'শার্দূলবিক্রীড়িতম্' ছন্দে।

কাব্য শরীরকে সুন্দর করার জন্য কবি বিভিন্ন অলংকার ব্যবহার করেছেন। *কীর্তিশতক* কাব্যের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অলংকারগুলি হল : অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, তুল্যযোগিতা, দীপক, দৃষ্টান্ত, পরিচয়, অতিশয়োক্তি, বিভাবনা, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, বিশেষোক্তি, ব্যজস্তুতি, সমাসোক্তি, সামান্য ইত্যাদি। তবে কবি রূপক অলংকারের প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বিবিধ শ্লোকে যে-সব অলংকারের উদাহরণ লক্ষ করা যায় তাতে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে কবির নৈপুণ্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন :

> ত্বদীয়কং যদীরিতং গুণাদিবর্ণনং শুভং/ময়া হি খুল্লবুদ্ধিনা প্রগল্ভদৈন্যভীরুণা।
> তদেব চাব্ধিসন্তরাঃ সুবিন্ধবশ্চ মেনিরে/যতো গুণাম্বুসম্ভৃতাং নিধিঃ প্রমণ্যতে ভবান্ ॥৯১॥

এ শ্লোকে উপমেয় 'গুণ' এবং উপমান 'সাগর' এ দু'টির মধ্যে অভেদ কল্পনা হওয়ায় রূপক অলংকার হয়েছে।

পুঁথি-প্রসঙ্গ

পুঁথি হস্তাক্ষরে লিখিত ও অক্ষর মোটামুটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট। একই রকম লিখন পদ্ধতি। তবে কিছু শ্লোক অস্পষ্ট, বিশেষ করে ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ নং শ্লোকগুলি। পুঁথিটি তুলট কাগজে ও হাতে প্রস্তুত কালো কালি দিয়ে লেখা। সম্ভবত সরু নল খাগড়া, বাঁশের সরু কঞ্চি বা পাখির পালক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পুঁথিটির মোট ১২টি পত্র রয়েছে। পত্রের উভয় দিকেই লেখা আছে। প্রতিটি পত্রের উভয় দিকে ৫টি করে মোট ১০টি পংক্তি আছে। ফলে পুঁথির ১১টি পত্রে ১১০টি পংক্তি এবং ১টি (১নং) পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ৫টি ও ২য় পৃষ্ঠায় ২টি পংক্তি অর্থাৎ ৭টি পংক্তি আছে। সুতরাং পুঁথিতে মোট ১১০+৭ =১১৭টি পংক্তি আছে। পুঁথিটির প্রতি পৃষ্ঠার মাঝখানে চতুর্ভুজ আকৃতির খালি জায়গা আছে। খালি জায়গায় কোন ছিদ্র বা বাঁধার চিহ্ন নেই। পুঁথিটির আকৃতি ৪০.৫×৭.৪ সেন্টিমিটার। পুঁথিটির ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু লেখা হয়েছে বাংলা লিপিতে। এ কাব্যের একটিমাত্র পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত আছে। এর Call No-530 E। কাব্যটির রচনা ১৬৬০ শকাব্দের কার্তিক মাসের.১৫ তারিখ মঙ্গলবারে সম্পন্ন করা হয়।[১৪]

সম্পাদনা-প্রসঙ্গ

এ পর্যন্ত কাব্যটির একটিমাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে। এখানে পুঁথির পাঠোদ্ধার করে প্রত্যেকটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে। শ্লোকের যে-সমস্ত শব্দে অর্থবোধ হয় নি, সে সব স্থলে শ্লোকের অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন শব্দ বা শব্দাবলি গ্রহণ করা হয়েছে। আবার কখনও অর্থবোধের জন্য নতুন শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে। [ ] উল্লিখিত লুপ্ত-অ-কার বা অক্ষর পুঁথিটিতে নেই। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত অর্থ অধিগত করার জন্য তা গ্রহণ করা হয়েছে। পুঁথির শ্লোকে পাদের অন্তের ং (অনুস্বার) স্থানে ম্-আকারে লেখা হয়েছে। পুঁথিতে 'র' ও 'ব' অনেক জায়গায় মিলে গিয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে অর্থানুযায়ী পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়া প্রচুর বানান ভুল রয়েছে। সম্ভবত লিপিকারের প্রমাদবশত এটা হয়েছে। যে-সব স্থলে বানান ভুল রয়েছে, সে-সব স্থান সংশোধন করে পাদটীকায় তা উল্লেখ করা হয়েছে। পুঁথিতে শ্লোকের যে-স্থানে টীকা রয়েছে, সে স্থান উল্লেখ করেও পাদটীকায় টীকা দেওয়া হয়েছে। মোট কথা, শ্লোকের যে-সব শব্দে বা শব্দাবলিতে অর্থবোধ হয় নি, সে সব স্থলে নতুন শব্দ বা শব্দাবলি গ্রহণ করা হয়েছে। বানান সংশোধনী ইত্যাদি বিষয়ক অর্থাৎ যে-সব স্থানে শুদ্ধ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি বা বিঘ্ন ঘটেছে তার প্রত্যেকটি স্থলই চিহ্নিত করে পাদটীকায় বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পুঁথির কোন কোন স্থানে রেফ-এর পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু পাঠোদ্ধারে রেফযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব পরিত্যাগ করা হয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিজরাম শর্মা নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী কবি ছিলেন। তিনি কাব্যকে সুন্দর করার জন্য যেভাবে ছন্দ ও অলংকার ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজার বর্ণনায় যেসব শব্দ চয়ন করেন তাতেও তাঁর সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডার সম্পর্কে যে অগাধ জ্ঞান ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কাব্যের মধ্যে গুণবান ব্যক্তির সূক্ষ্ম বৃত্তিসমূহ ও চরিত্রের ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিভিন্ন অনুভূতি পাঠকের কাছে কবি সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাতে তাঁর কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ দৃষ্টিগোচর হয়। আর আমাদের দৃঢ় প্রতীতি কবি দ্বিজরাম শর্মার *কীর্তিশতক* সংস্কৃত শতককাব্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট সংযোজন রূপে চিহ্নিত হবে।

কীর্তিশতক

ওঁনমোগণেশায় ॥—ওঁ গণেশকে প্রণাম ॥ ওঁ নমোদুর্গায়ৈ ॥ ওঁ দুর্গাকে প্রণাম ॥

প্রথমঃ সর্গঃ

প্রণম্য গোত্রজান্বিতং মৃড়ং শিবৈকভাজনং/ত্বদীয়কীর্তিকায়তে স্তুতিপ্রবাদপুস্তিকা।
প্রচক্র২মেনুশিষ্টচিদ্বিজানিশূরিপল্লবা-/ত্মজেন রামশর্মণাসুভর্ত্তি[১৫]পূরবাসিনা ॥ ১ ॥

[শিব যার একমাত্র চিন্তার বিষয় এমন যে পার্বতীযুক্ত শিব তাকে প্রণাম করে তারই প্রশংসার জন্য এই স্তুতিপ্রবাদ্ রূপ পুস্তিকাটি সদ্বংশজাত পল্লব নামক পণ্ডিতের পুত্র সুভর্ত্তিপুরবাসি-রামশর্মা কর্তৃক প্রস্তুত হল।]

নিপীয় তাবকীং কথাং ঋতং[১৬] সুধাভিলাষিণো/বুধাস্তু শা[১৭] শ্বতীং শিবাং সুতৃপ্তিমাপ্রপেদিরে।
প্রদৃষ্টশাস্ত্রসঞ্চয়া ঃ কথস্তিতিপ্রবোধিতুং/ময়া যথোপলব্ধিকং বিতন্যতে ভবদ্‌যশঃ ॥ ২ ॥

[তোমার মঙ্গলময় চিরন্তন কথা সুধাবিলাসী পণ্ডিতবর্গ শুনে তৃপ্তি প্রাপ্ত হবে। আমি শাস্ত্রসমূহ আলোচনাপূর্বক যথামতি তোমার যশ প্রকাশ করছি।]

ভবদ্‌যশোহনুবর্ণনং মহাকবী[১৮] যতিকৃতং/সমূহসাত্তসংহিতং তদেব সাগরোপমম্।
হ্যহং সূক্ষ্মধীষণস্তথা বিবেশবৈ যথা/তৃণং ধূলী[১৯]সমাশ্রিতং ক্বচি(ৎ)স্তুতা বরা নরাঃ ॥ ৩ ॥

[সাগরসম তোমার যশ মহাকবি যতি বর্ণনা করেছেন। সূক্ষ্মধীসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানবগণ কখনও কখনও তোমার স্তব করেছেন। ধূলিসমাশ্রিত তৃণের মত আমি স্তব করতে প্রবুদ্ধ হয়েছি।]

তথাপি দীর্ঘদৈন্যবহ্নিভির্বিদূয়[২০] মানধীষ–/ণো যশো বুবূর্ষুতামিতো যথা পতঙ্গরাজমা—
শ্রিতং ভুজঙ্গভীর্ণ্ণং চ স্পৃশেত্ত্রিলোকদাহকং/বিষং[২১] যথেশমাশ্রিতাৎ সুরাৎ পরাভবং গতম্ ॥ ৪ ॥

[তথাপি দীর্ঘ দৈন্যের আগুনে বুদ্ধি ও যশ যখন দগ্ধ হয়, তখন সর্প যেমন গরুড়কে আশ্রয় করে, তেমনি ত্রিলোকদাহী বিষ মহাদেবের আশ্রয়ে এসে দেবগণের কাছে পরাভব স্বীকার করে।]

প্রগল্‌ভদৈত্যসাধ্বসাৎ মুমূর্ষুভিঃ সুপর্ববি-/র্ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীসমাশ্রিতার্ত্তিশান্তয়ে।
তথৈবদৈন্যভীতিজার্তিনাশ-হেতবে হ্যহং/ভজে ভবন্তমৈশ্বর[২২] নিরস্তদীনভীতিকম্ ॥ ৫ ॥

[উদ্ধত দৈত্যের শরাঘাতভীত মুমূর্ষু ব্যক্তি বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্য হিমালয় কন্যা দুর্গার আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমিও দৈন্যজন্য আর্তি নাশের জন্য দীনের ভয়ত্রাতা ঈশ্বরকে ভজনা করি।]

ধরাধরেন্দ্রজোহম্বুধিং ভয়াদ্ধি জম্ভভেদিনঃ/পরিক্ষিতাত্মজাধ্বরে সমাশ্রয়চ্চ তক্ষকঃ।
পুরন্দরং বিভীষণো দশান (নে) নাঙ্ঘ্রিপাতনা-/দ্ধারিং সুদৈন্যতাপিতস্তথা ভবন্তমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

[জম্ভ-দৈত্য বিশেষ, জম্ভভেদী-ইন্দ্র। ধরাধরেন্দ্রজ-মৈনাকপর্বত। ইন্দ্রের ভয়ে মৈনাক পর্বত সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিল। পরীক্ষিত রাজাকে তক্ষক দংশন করায় তার পুত্র সর্পযজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে ভীত তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করলে তিনি রামের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, দৈন[্য]তাপিত আমিও তোমাকে আশ্রয় করলাম।]

প্রলুব্ধকেন বজ্রিণা প্রযত্নতো জিঘাংসুনা/নিহন্যমানধর্মরাট্ কপোতদেহমাশ্রিতঃ।
শিবিং সমাশ্রিতো যদা তদীয়-ধর্মবুদ্ধয়ে/ততঃ ক্ষুরেণ বৈগ্রহং প্রলূয় মাংসসঞ্চয়ম্ ॥ ৭ ॥

[কপোত দেহধারি ধর্মরাজ প্রাণভয়ে শিবিরাজকে যখন আশ্রয় করেছিল, সেই সময় শিবিরাজের ধর্মবুদ্ধি পরীক্ষার জন্য ইন্দ্র লুব্ধক (শ্যেনপক্ষী) বেশধারণপূর্বক কপোতকে হত্যার ইচ্ছায় তথায় উপস্থিত হয়ে কপোতটিকে দেবার জন্য অনুরোধ করলে শিবিরাজা অস্ত্র দ্বারা নিজের দেহমাংসখণ্ডিত করে শ্যেনপক্ষীকে দিয়েছিলেন।]

প্রতৃপ্য লুব্ধকাধিপং পপৌ পতত্রিণং ত্বমরে/কৃত্রিমাত্মধর্ম ব্যায়তে স্বভীষ্টমানসস্তথা।
ভবন্তমাম্বুধের্ভুবঃ প্রশাস্তি কর্তৃকন্ত্বধীন-/দৈন্যাৎ সনিদ্ধংসিতের্ভয়াৎ সুপক্ষমাশ্রয়ে ॥ ৮ ॥

[যেমন ভ্রমর বিভিন্ন পুষ্পের মধু আহরণ করেও অন্য পুষ্পের মধু পাবার আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি রাজাও অনেক কিছু পেয়েও তৃপ্ত না হয়ে আরও পাবার ইচ্ছা করেন। নিজের কৃত্রিম আত্মধর্ম নিজের অভীষ্ট পূরণের জন্য নানারূপ কার্য করে থাকে। আসমুদ্র হিমাচলের রাজা, যখন আপনার মধ্যে দীনতা আসবে তখন আপনার যশ শুভ্রতার অভাবেও যেমন শ্রেয় পদ লাভ করবে, তেমনি ভ্রমর আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকারের আশ্রয় গ্রহণ করে।]

যথোগ্রসে[২৩] নিসাধ্বসাদুপেন্দ্রমাশ্রিতৈর্নৃভিঃ/সুশান্তিরাদধে ভৃশং ত্বপেতভীতিমূর্ত্তিকা।
তথা প্রভূতদৈন্যভির্বিনাশ[২৪]কারিণং বরং/বরাভিঘাতিঘাতিনং ভবন্তমাশু নির্ভজে ॥ ৯ ॥

[যেরূপ উগ্রসেনি-কংসের ভয়ে ভীত মনুষ্যগণ বিষ্ণুর-কৃষ্ণের আশ্রয় লাভ করে ভয়হীন হয়ে শান্তি লাভ করেছিল। সেরূপ অত্যাচার ভয় বিনাশকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আপনাকে শীঘ্র ভজনা করি।]

শিবপ্রদত্তবাঞ্ছিতাৎ পুরাৎ সুরা বিনায়কাৎ/বরস্যতথ্যতেচ্ছুকাৎ প্রগৃহিতঃ সদাশিবঃ।
প্রসাধ্বসং নিনঙ্কুরচ্যুতং সমাশ্রয়দ্ যথা/নির্বার্য্যমানদৈন্যতস্তথা ভবন্তম্নাভজে ॥ ১০ ॥

[শিবের বরে রাক্ষসপতির নিকট হতে যেমন সদাশিব আত্মগোপন করে ভয়ে অচ্যুতকে আশ্রয় করে ছিলেন, তেমনি দৈন্যনিবারণকারী আপনাকে ভজনা করি ।]

ত্বদ্ধর্মপ্রচুরপ্রবাহনিলয়ে গ্রন্থে সতাং হৃদ্যতে/নানাপক্ষনিদর্শণৈ[২৫]রনুমতে তাবীন হৃদ্ধর্ষকে ।
শ্রীরামেণ[২৬] বরাগ্রজন্মজনুষা সম্প্রীনিতে শূরিণা/শ্লোকৈঃ কর্মসংখ্যকৈরবনিভূক্[২৭] সর্গো [২] য়মাদির্গতঃ
॥ ১১ ॥

[নানাপক্ষ (সপক্ষ-বিপক্ষ) সাধনহেতু সজ্জনগণের অনুমোদিত, হর্ষবর্দ্ধক ধর্মপ্রবাহযুক্ত শ্রেষ্ঠজন্মা বিদ্বান্ শ্রীরাম প্রণীত একাদশ শ্লোকযুক্ত প্রথম সর্গ সমাপ্ত হল ।]

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

সুনীতিশাস্তিভূষণপ্রলীনকভূপকাশ্যপীং/প্রশাসয়ন্ দ্বিষাং মনোবিদারয়ণ [।] সমুদ্র [।] ঙ্গতান্ ।
প্রপালয়ন্ বিপশ্চিদৌঘমার্চ্চয়ন্ বিরাজ-/মানদর্পসঞ্চয় [ঃ] প্রতন্যতে ময়া ত্বদায়ুষা ॥ ১২ ॥

[সুনীতিক্রমে শাসনরূপভূষণ সম্পন্ন, আসমুদ্রপর্যন্ত স্থিত শত্রুদের মনবিদারণ করে, শাসনপূর্বক পৃথিবী পালন করে, জ্ঞানী সমূহের অর্চনা করে বিরাজমান রাজার গর্বসমূহ, তাঁর অধীন হয়ে আমি বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করছি ।]

সুহৃদ্বলং বিবর্দ্ধয়ন্ সতাঞ্চ বেদমানিনাং/শ্রুতির্বিধীয়মানকর্মণঃ সমাপ্তিকামিনা-
মশেষবিঘ্নভীতিত স্তদিষ্ট[২৮]মাপ্রপাদয়ন্/বিরাজমানদর্পবিস্তর [ঃ] প্রতন্যতে২ধুনা ॥ ১৩॥

[বন্ধুবর্গের শক্তিবর্ধক-বেদজ্ঞদিগের দেববিহিত কর্মের সাফল্যে অশেষ বিঘ্নভয় হতে রক্ষকের এবং তাদের ইষ্টলাভের সহায়কের গর্ব বিস্তৃতভাবে বর্তমানে বর্ণনা করছি ।]

বলৌঘমত্তপাণিনা পরাস্তৈবৈরিবর্ধক-/প্রসাং যুগীন-সঞ্চয়ার্চিত-প্রবীর-ভূভুজাম্ ।
প্রগর্বদর্পমগ্রণীং প্রচূর্ণয়ন্ বিরাজমান-/দর্পবিস্তরং প্রতন্যতে ময়া ত্বদায়ুষা ॥ ১৪ ॥

[বলসমষ্টির দ্বারা মত্ত বাহু কর্তৃক বৈরিবর্গকে যিনি পরাজিত করেছেন, এরূপ আপনার বৃদ্ধি ঘটে, এবং যুদ্ধে সঞ্চিত (জয়ের) দ্বারা বীর রাজাদের অর্চনা হয় । দর্পিতদের নেতৃগণের বিনাশ ঘটিয়ে বিরাজমান যে আপনি, তাঁর দর্পসমষ্টি আপনার আয়ুব দ্বারা বৃদ্ধি করি ।]

সমীক-বীথিবাঞ্চিতৈরভাজি দর্পজিত্বর-/স্তবপ্রহার্দ্দকারকো যতঃ সযুদ্ধকারিণাম্ ।
বিনাশ স্তৃনায়কস্ত্বিমং বিরাজমানকং/তনোমি ভূতিবৃদ্ধয়ে স্ববুদ্ধ্যকৃত্রিমেতিকম্ ॥ ১৫ ॥

[যুদ্ধমার্গে অভিপ্রেত জয়শীল ব্যক্তির অহংকার গ্রহণ রূপ স্তবে প্রসন্নকারক ও মঙ্গলনায়ক ব্যক্তি যুদ্ধরত প্রভাবশালী স্বীয় বুদ্ধিতে অবিচল এই রাজাকে সমৃদ্ধি· বর্ধনের নিমিত্ত গৌরবান্বিত করে তোলে ।]

যথা স এব বৈরিসংহতে র্বিনাশকারণাদ্/ভবৎ প্রজায়মানকঃ কথন্ত্বিতি প্রবোধিতুম্ ।
ত্বদীয় দর্পবর্ণনপ্রহর্ষনিঘ্নসে মুষি-/র্যথোপলব্ধি তেনকে তমেবমাপ্ত পৌরুহং (পৌরুষম্) ॥১৬ ॥

[যেমন শত্রুদমনের ফলে বিনাশ হেতু ব্যক্তি কিরূপে সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই তোমার অহংকার বর্ণনে প্রসন্নচিত্ত জন পৌরুষ প্রাপ্ত সেই রাজাকে স্বগৌরবে মহিমান্বিত করে থাকে ।]

ভবৎ-প্রতাপমারুত-প্রদীপ্তিবীথিশোষিতাঃ/পয়োধরাঃ কথং পুনর্বনালিপূর্ণগহ্বরাঃ ।
অহো ত্বদীয়বৈরিণাং বরাঙ্গনাশ্রুপাতনাৎ/ঝটিত্যগাধতাং গতা বুধাস্তদেব মেনিরে ॥ ১৭ ॥

[আপনার প্রতাপরূপ বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিপথে শোষিত মেঘ কেমন করে বনরাজির গহ্বর আবার পূর্ণ করে দেয় । অহো! আপনার শত্রুগণের সুন্দরী পত্নীদের অশ্রুপাতে সেগুলি দ্রুত অগাধ হয়ে যায় বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন ।]

তব প্রতাপদীপকোন্নতাৎ সূচিতভাহতঃ/সহস্রবক্ত্রযষ্টিকঃ ধরিত্রীনাগমল্লিকঃ ।
সুতৈলসপ্তসিন্ধুকঃ সুমেরুগোত্রবর্তিকঃ/পরালিদাহ্যকীটকঃ খকচ্চ বাভ্রকজ্জলঃ ॥ ১৮ ॥

[তোমার পরাক্রমে উদ্ভাসিত, উন্নত ও প্রকাশে নির্দেশিত ঐশ্বর্য সহস্র মুখমণ্ডলীতে প্রভাবিত রয়েছে । পৃথিবীর সর্প ও হংস সর্বত্র পরাক্রান্ত । সুন্দর তৈলভাণ্ডে সপ্ত সিন্ধু বা নদী বিরাজিত সুমেরুপর্বত বিস্তৃত অন্য ভ্রমর দ্বারা নাশযোগ্য কীট বা পতঙ্গ এবং কর্কশ মেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ আকাশ বিস্তৃত আছে ।]

ততঃ প্রভূতদর্পতো বিদূয়মানভূভুজা-/মভূদ্ ভয়াম্বুসেচনৈ র্বিদীর্ণগাত্রমঞ্জসা ।[২৯]
অনেন রিষ্টিভূতিনা হ্যরাতিহানি-সম্বিদা/বিলূনশীর্ষ-শত্রুভিরমজ্জি নাশজে [২] স্বুধৌ ॥ ১৯ ॥

[তারপর প্রভূতদর্পের দ্বারা নৃপগণকে পীড়িত করলে, ভয়রূপ জলসেচনের দ্বারা সবলে (তাদের) গাত্র বিদীর্ণ হল । .তরবারিরূপ ধনবিশিষ্ট এবং শত্রু-বধের প্রতিজ্ঞাকারী ইনি ছিন্নশীর্ষ শত্রুদের দ্বারা রুধিরসাগরে নিমজ্জিত হলেন ।]

ত্বদীয়-দর্পসাগরৈরবার্যারাতি-কাশ্যপী/স এব বজ্রতাং গতো বভঞ্জবৈরিভূধরম্ ।
চকার চর্মতাং দিশাং সপত্নজন্মবারণ-/মনেন[৩০] দর্পসম্পদা বিরাজতে২বনৌ ভবান্ ॥ ২০ ॥

[আপনার দর্পসাগরের দ্বারা শত্রু সৈন্য নিবারিত হল । তা-ই বজ্র হয়ে শত্রুরূপ পর্বতকে বিদীর্ণ করল । সে-ই যে দর্পরূপ ঐশ্বর্য দিক্সমূহকে চর্ম করেছে এবং শত্রু উৎপত্তির বাধাস্বরূপ, তার দ্বারা রক্ষাকর্তা আপনি শোভা পান ।]

অপশ্যদৈন্দবীং[৩১] ক্রিয়াং স্বয়ং বিভাবরীশতাং/গতো হি দর্পপুঙ্গবো দিশাং সদৃক্[৩২] প্রতাপকম্ ।
বিধায় তারকাবলিং স এব রশ্মিসঞ্চয়ং/মহঃ স্বজং সপত্নবৈষবীং বিভাবরীনতাং ॥ ২১ ॥

[চন্দ্রের ক্রিয়া দেখে স্বয়ং রাত্রির ঈশ্বরতা প্রাপ্ত হয়ে দর্পপুঙ্গব পীড়কদিকে গিয়েছেন । তারাগুলি রশ্মিসমূহ দিয়ে নির্মাণ করে নিজের তেজঃস্বরূপ রুধিরে শত্রুদের বিষুবরেখার রাত্রি এনেছেন ।]

ইদং প্রতাপকার্মুকং পরাসু[৩৩]বীথিসিঞ্চিনং/স্বজাংশুপ[ঙ]ক্ত্য-জিহ্মগং নিহন্য-মানবৈরিসম্ ।
যতাঙ্গনাশ্রুপাতনাৎ প্রভূত-বারিবাহিনাং/গভীরশব্দটংকৃতং ব্যজীজপত্তু শাত্রবান্ ॥ ২২ ॥

[এই প্রতাপরূপ ধনু (হতে নিঃসৃত) রক্তধারায় সিক্ত যে বাণ শত্রুর প্রাণরূপ বীথিকে সিঞ্চিত করে, তা শত্রুসৈন্যকে বধ করে বৈরিবণিতাদের অশ্রুপাত হতে উৎপন্ন প্রচুর মেঘের গভীর শব্দ-টংকারের দ্বারা শত্রুদের স্তুতি করে ।]

অয়ং প্রতাপরিষ্টিকঃ কঠোরনাগমূ[৩৪] র্তিকো/দৃঢ়াতি তীক্ষ্ণধারকস্তরাতিচর্মমেখলঃ[৩৫] ।
প্রলূনশত্রুমস্তকঃ সমীককাননানলঃ/সুসাং যুগীনশা[৩৬] ত্রবানজীজপচ্চ ভূমিপান্ ॥ ২৩ ॥

[এই প্রতাপরূপ তরবারি কঠোর নাগমূর্তি ধরে দৃঢ় অতিতীক্ষ্ণ ধারে অরাতির চর্মরূপ মেঘলা (সৃষ্টি করে), শত্রুর মস্তক ছেদন করে, শমীবনের অনল হয়ে রণকুশলী রাজাদের স্তুতি করে ।]

অসাবি শূন্নিসঙ্গরূপতামরাপ্য ধারয়ন্/দ্বিষাং সমূহ [ঃ] প্রভূতশোণিতং পিবন্ বহূগ্রতেজসাম্ ।
পরাঙ্গমাশ্রুজাম্বুধৌ চ বদ্ধিরণ্যপত্রিণাং/পতত্রমণ্ডিতাধ-সস্তজীজপচ্চ শাত্রবান্ ॥ ২৪ ॥

[ঐ ব্যক্তি শীঘ্র নির্জন সৌন্দর্যকেও ধারণা করে শত্রুদের অজস্র তেজোরাশির প্রচুর রক্তধারাকে প্রবাহিত করে থাকে। পরাঙ্গের অশ্রুজনিত জলধারায় স্বর্ণপাত্রে পতিত ও মণ্ডিত তেজোদীপ্ত শত্রুর মত পরাক্রান্ত হয়ে প্রতিভাত হয় ।]

শত্রুহৃদাংশ্চ[৩৭] ভেদয়ন্ কলম্বজালতামিতো/পরাণ্ডজাংশ্চ রোধয়ন্ ভব দ্[৩৮]জয়ানুকাঙ্খিণো [ণঃ] ।
দ্বিষঃ সমাগতাশুগান্ অসৃক প্রবাহি বর্তয়ন্/স এব পত্রিতাং গতস্তজীজপচ্চ শা[৩৯]ত্রবান্ ॥ ২৫ ॥

[শত্রু হৃদয় ভেদ করে বাণজাল লতা হয়ে শত্রুরূপ পক্ষীকে রোধ করে আপনার জয় কামনা করে; শত্রুগণের প্রতি সমাগত বাণগুলিকে রক্তপ্রবাহী করে তা শ্যেনপক্ষী হয়ে শত্রুগণকে স্তুতি করে ।]

স্বকীয়-নৈষ্ঠুরাততিং প্রবোধয়ত্বরাতিনঃ/পরাৎ সমাগতানিষূন্[৪০] ভবন্তমাজিহীর্ষু কান ।
ছলেন ভঙ্গুরো[২]ঞ্জসা সদা ভবন্তমারাধয়ন্[৪১]/স এব দর্পকন্টক স্তজীজপচ্চ শা[৪২]ত্রবান্
॥ ২৬ ॥

[নিজ নিষ্ঠুরতার আধিক্যে শত্রুগণকে প্রবোধ দিক শত্রু হতে আগত বাণগুলি, যারা আপনাকে হরণ করতে ইচ্ছুক, তাদের সবলে ছলে ভঙ্গ করে সর্বদা যা আপনাকে আরাধনা করে। সেই দর্পবর্ম শত্রুদের স্তুতি করে ।]

মনোজ্ঞমৈশ্বরীং ক্রিয়াং প্রসাধয়ন্ সমিৎস্থলীং/প্রকাশয়ন্ ভবদজয়ং নিঘোষয়ন্ দ্বিষান্তু-
কশ্মলং মহদ্বির্বদ্ধয়ন্ পুনঃ পুনর্যুধীয়তাং/সমাশ্রিতস্তসাবজীজপচ্চশাত্র[৪৩] বান্নৃপান্ ॥ ২৭ ॥

[ঈশ্বরসম্বন্ধীয় চিত্তাকর্ষক হোমাদিকার্য সমাপনপূর্বক স্বীয় যশ বৃদ্ধি এবং শত্রুর পাপ প্রকাশপূর্বক পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে নৃপসমূহকে পরাজিত করেছেন ।]

বিপক্ষযোষিদুত্তমাঙ্গজাপ্রদীর্ঘকেশিকৈ-/বিকুর্বণাত্মবালধিং তথেব চাত্মনো[২]ঙ্গজান্ ।
কচান্নরাতিভূষণৈঃ সুচর্মভিঃ খলীনকং ভব-/প্রতাপসৈন্ধবস্তজীজপচ্চশাত্রবান্ ॥ ২৮

[শক্ররমণীগণকে কেশসমূহ দ্বারা স্বীয় মস্তক ও সন্তানদের মস্তক শোভিত করে এবং শক্রর অঙ্গভূষণ উৎকৃষ্ট চর্ম দ্বারা অশ্বের বল্‌গা প্রস্তুত করায় আপনার সমুদ্রসম প্রতাপ শক্রদের জয় করেছে।]

অমীভিরান্তগৈরাপি স্বচাপজিষ্ণুনাত্মনা-/প্যনেন নিষ্ঠুরাসিনা প্রবৃদ্ধরাজবর্মণা।
ভবৎ-প্রপায়িচর্মণা মনোরথেন বাজিনা-/প্যজীজপন্নতং কলিং ত্বদীয়জয্যকং ভবান্ ॥ ২৯ ॥

[আপনি আভ্যন্তরীণ অস্ত্রসমূহ এবং স্বীয় জয়শীলধনুক, সুতীক্ষ্ণ অসি প্রভৃতি দেহাবরক দ্বারা এবং মনোরথরূপ অশ্ব (অর্থাৎ মনোবল) দ্বারা অবনত যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন।]

যতঃ স্বধর্মসাগরৈরপূরয়দ্[৪৪] বিনোদিনীস্থলীং/কুতোপি নাস্য বৈফল্যৈরিবত্ব [স] মীক্ষ্যতেঽবনিঃ।
অতঃ কৃতাধিকারকে কলাবনাগতে বিধি-/র্ভবন্নিঃ সঙ্গচিন্তনেঽ ভবদ্বিহীনধীষণঃ ॥ ৩০ ॥

[যেহেতু প্রচুর স্বধর্ম আচরণ দ্বারা বিনোদনস্থলপূর্ণ করেছিলেন, কুত্রাপি তাঁর বিফলতা পরিলক্ষিত হয় নাই। সুতরাং অধিকারহারক যুদ্ধ অনুপস্থিত হওয়ায় নিঃসঙ্গ দুশ্চিন্তা হতে বিরত ছিলেন।]

বিধাতৃণালসার্থিনামবশ্যভব্যকর্মণাং/প্রপূর্ত্ত্যনিষ্টকর্মণি স্বধর্মদগ্ধকিল্বিষৈঃ।
স্বকীয়[৪৫] –ধর্মজিষ্ণুভিঃ কদাচিদপ্যলং নরৈঃ/প্রস[৪৬]ক্তিরাত্মসম্বিদো বিধাতুমেব শক্যতে ॥ ৩১ ॥

[লালসার্থিব অবশ্যভবিতব্য অনিষ্টকর্মপূরণের বিধাতা স্বধর্মাচরণ দ্বারা নিষ্পাপ, ধর্মজয়ী ব্যক্তির আত্মজ্ঞান প্রবৃত্তি কদাচিৎ সম্ভব হয়।]

যুগাতিপামরং যুগং তমেব লব্ধ-পৃথ্বিকং/নিজাধিকারিতাং দৃঢ়াং চিকীর্ষুরা[৪৭]ত্মসম্বিদঃ।
ধর্মত[৪৮] স্ত্রয়ীবিচে[৪৯] ষ্টনাশিনং ছলেন পাপকর্মণো/নিবর্ত্তয়ন্নদীদিপ ত্বমেব সাধুধর্মকঃ ॥ ৩২ ॥

[চারটি যুগের মধ্যে অতি নীচ (কলি) যুগে পৃথিবী (রাজা) লাভ করে স্বাধিকার দৃঢ় করার ইচ্ছায় ধর্মতঃ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন (আপনি) বেদবিদ্‌দিগের ইষ্ট (যজ্ঞাদিকর্ম) নাশেচ্ছুদিগকে ছলপূর্বক পাপকর্ম হতে নিবৃত্ত করে সৎকর্মশীল আপনিই প্রদীপ্ত রয়েছেন।]

বিধের্মনোঽনুগামিনং তদীপ্সিতানুকারিণং/কলিং স্বধর্মবিস্তৃণা[৫০]য়তি.[৫১]চ্ছলং ন্যবর্ত্তথাঃ।
ন দৈবতর্ষহানয়ে নৃণাং সুপর্বধর্মণাং/নয়াতিধীষণাধ্ব[৫২]রৈ[ঃ] স্বধর্ম নষ্টদুর্হৃদাম্ ॥ ৩৩ ॥

[স্বধর্ম প্রচারের জন্য বিধির অনুগামী এবং আপনার অভিপ্রায় সাধক যুদ্ধকে ছল দ্বারা নিবৃত্ত করেছেন কিন্তু দেবতার অভিলাষ হানি নয়। ধার্মিক নরগণের যজ্ঞে বাধক দুষ্টদেরও নিবৃত্ত করেছেন।]

তমেবপামরক্রিয়াং বিবর্দ্ধয়ন্তমংহসং/পৃথগজনান্‌বিবর্দ্ধয়ন্তমাত্মভূতিকামিনম্।
সতস্তুপুণ্যশালিনোজুগুপ্সযন্তমোজসা-/নিবর্ত্তয়ন্নদীদিপস্ত্বমেববেদ্যকর্মঠঃ ॥ ৩৪ ॥

[যারা নীচক্রিয়াসক্ত হয়ে আত্মসম্পদ্‌কামী অপর ব্যক্তিকেও নীচ পথে পরিচালিত করত, এবং পুণ্যকর্মনিষ্ঠব্যক্তিগণকে নিন্দা করত বেদবিহিত কর্মনিষ্ঠ আপনিই স্বীয় শক্তিতে তাদের নিরস্ত করেছেন।]

যথাহ্যনেন ভানুনা শুভ্রাং[৫৩] শুজালধারিণা—/জগদ্বিদাহি কামপি প্রশক্তিমাশ্রয়ন্নহো।
অকাণ্ডনাশনিষ্ফলস্ত্বিতীব ধাতুরীপ্সিতং/প্রবুধ্য বৈজগদ্বিনাশনং নিজার্হকে[৫৪]ঽধুনা ॥ ৩৫ ॥

[শুভ্রকিরণসম্পন্ন সূর্যদেব জগৎ বিনাশের শক্তিসম্পন্ন হয়েও জগতের বিনাশ বিষয়ে বিধাতার অভিপ্রায় উপলব্ধি করে স্বীয় যোগ্যতাকেই আকস্মিক বিনাশ নিবৃত্ত করেছেন ।]

যথা[৫৫] সমীরণেন বৈ জগৎ সমূহশোষিণীং/স্বযোগ্যতাঞ্চ ধারয়ন্ ঋতেন বেধসস্তৃষম্ ।
ন বৈজগৎশ্রিয়ং পদং ত্ববাপ কেতনৈর্ধনং/অপাস্তদেনমোজসা কলিং তথৈব নো ভবান্ ॥ ৩৬ ॥

[সমীরণ যেমন জগৎসমূহকে শোষণ করার মত স্বশক্তি সম্পন্ন হয়েও বিধাতার ইচ্ছা ব্যতিরেকে জগতে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করতে সমর্থ হন নি, সেরূপ আপনিও স্বশক্তিতে এই সমরকে পরাভূত করেও শ্রেষ্ঠপদ লাভ করতে পারেন নি ।]

যথাধসীয়বারণাঃ সহাব্ধি-ভূমিধারিণো/পিবৈধসীং তৃষং বিনা কদাপি ন ত্যজন্তিবৈ ।
প্রভূত ভারবাহিনীং মহীদৃঢ়—/শ্রুতিঃ স্বতঃ স্থিতাপি নাক্ষিপত্তথা ॥ ৩৭ ॥

[যেমন অধঃস্থিত হস্তিসমূহ জলপূর্ণ স্থানকে শুণ্ডের দ্বারা ধারণপূর্বক বারিপান করে, কখনও সেই স্থানকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ প্রচুরভার বহনকারী মহীরূহের মত গম্ভীরার্থপ্রকাশকারী বেদবাণী নিজেই স্থির থেকে দর্শনের বিষয় হয় না ।]

অতঃ স্বধর্মবর্তিষু এয়ীবৃতং[৫৬] চিকীর্ষুষু/স্বপুণ্য–ধৃতকর্মষু ত্বদীয়কীর্তি–শাসনম্ ।
স্থিরেণ ত[ৎ] স্থকৌমুদাং প্রণীত-পাপসঞ্চয়ং/জিতাক্ষ সম্বিদাং নৃণাং নিরন্ত[র] হর্ষবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৮ ॥

[যাঁরা নিজ ধর্মে স্থির, ত্রয়ী-স্বীকৃত কর্ম করতে ইচ্ছুক এবং নিজ পুণ্যের দ্বারা কর্মধারণ করেন, তাঁদের মধ্যে আপনার কীর্তিশাসন তৎস্থিত কিরণের দ্বারা পাপসমষ্টি দূর করে ইন্দ্রিয় ও চৈতন্য জয়ীদের হর্ষ বিবর্ধন করে ।]

কলীয়মাস্পদং হিত সুধর্মশুদ্ধবর্ত্মষু/স্বধর্মসংশেনেস্ত্রিষু প্রণিন্ধকেষু বৈ ত্রয়ী ।
প্রণীতধর্মকর্মণোমুদা প্রতস্থকারিদং/সুধর্মগর্হণং ভৃশম্ ॥ ৩৯ ॥

[কলিযুগীয় প্রতিষ্ঠা ইষ্টসাধন শোভন ধর্মপবিত্র পথে ঘটে থাকে । নিজের ধর্মবিষয়ে তিন অবস্থায় ত্রিত্ব বা বেদমার্গই অনুসরণীয় । বিহিত ধর্ম ও কর্মের আনন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ কাম্য । সুন্দর ধর্মের নিন্দা অত্যন্ত খেদের কারণ ।]

মহীয়সো২স্য বেধসঃ সদা পরস্পরং সমা-/গমং সুযুক্তমীপ্সিতং দধাতি সুষ্ঠু শেমুষী[৫৭] ।
হিঁ শাস[৫৮]নাঙ্কযোজিতং শ্রিয়া চক্রপাণিনঃ/শিবস্য শৈলকন্যয়া, ভুবং[৫৯] চ ভূভুজাং যথা ॥ ৪০ ॥

[মহান্ বিধাতার পরস্পর সমাগম যেমন বিধাতাকে ঈপ্সিত দান করে । লক্ষ্মীযুক্ত বিষ্ণু, পার্বতী সমন্বিত মহাদেব যেরূপ অভিপ্রেত সেরূপ শাসনাঙ্কযোজিত পৃথিবীও রাজার অভিপ্রেত ।]

তথা কথং হি রিপুসৃক্ কলীয় শশিতারণো/ভব হি সঙ্গচিন্তনাং দধৌ হি কারুরপ্যসৌ ।
অসূরিণস্তুমে নিবেশ[৬০]তাং গৃথগ্জনৈঃ সমং/কদাপি নেক্ষতে শুভং তদেব দর্শয়ত্যসৌ ॥ ৪১ ॥

[সেই প্রকারে কিরূপ কলিযুগের চন্দ্রের রক্ষক শত্রুর ধমনী সম্ভব হয় ? ঐ কার্যনিষ্পাদক আসত্তির চিন্তাকে ধারণ করে রিপুসদৃশ হল। লোকেদের সঙ্গে পৃথগ্‌ভাবে আমার উদ্যমহীন ব্যক্তিবর্গ বাস করে। কখনও শুভ বিষয় দর্শন করে না। ঐ ব্যক্তি তাই দর্শন করায়।]

কুশেশ[৬১]য়াসনং নরাস্ত্বলীকভাষিনঃ সদা/নিগর্হয়ন্তি সম্বিদা ময়া ত্বদীয়ধীষণা।
গতেস্তুবিরোধিনো মৃষান্যথা ভবদ্ধনু-/র্বিণাত্মনৈকদাধিকারিতা স্বকা প্রতন্যতে ॥ ৪২ ॥

[মিথ্যাভাষী মানব সূর্যকে নিন্দা করে। বিরোধী পক্ষ অন্যভাবে আপনার বিষয়ে সর্বদা মিথ্যা প্রচার করে। সচেতন আমি আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করি। কারণ, একদা আপনি আপনার ধনুব্যতিরেকে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেছিলেন।]

অতস্ত্বদীয়জন্মনা বিধাতৃ কামপূরিণা/ত্বিদং হি সাধিতং শ[৬২]নৈঃ শ[৬৩]নৈরণেন ভীরুণা।
ত্বদাপ্তভূমিনাজগৎ প্রশাস্যতে তবানুগং/অহোকথং ভবদ্যনুঃ প্রীণজমিষ্যতে[৬৪] বুধৈঃ ॥ ৪৩ ॥

[অতএব তোমার জন্মের ফলে বিধাতার কামনার পূরণ ঘটল। এই ভীরু ব্যক্তি ধীরে ধীরে ইহাই সাধন করল। তোমা কর্তৃক প্রাপ্ত স্থান জগৎকে প্রশস্ত করে। এটা তোমার করতলগত হয়। ওহে ! কিরূপে বিচক্ষণেরা তোমার অনুগত প্রিয়পদার্থজাত বিষয়কে কামনা করে ?]

অবাপ্তরাজ্যকে কলাবপি প্রণষ্টপাতকৈ—/রধীনপুণ্যসঞ্চয়ৈর্জিতাক্ষমুগ্ধধীষণৈঃ।
অবশ্য-কর্মষু প্রবৃত্যতে২ধুনাপি ন দ্বিজৈ—/স্তদীয়-চারুজন্মনা কলীয়নীতি-হানিনা ॥ ৪৪ ॥

[(আপনি) রাজ্য প্রাপ্ত হলে কলিযুগেও যে দ্বিজগণের পাপ বিনষ্ট হয়েছিল, পুণ্যরাশি যাঁদের অধীন হয়েছিল, ইন্দ্রিয় জিত হয়েছিল, বুদ্ধি প্রখর হয়েছিল, এখনও তাঁরা অবশ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন, আপনার সেই সুন্দর জন্মের দ্বারা, যা কলিযুগের নীতিগুলি নষ্ট করে।]

অমুষ্য নীতিমানির্ভির্ণরৈর নিস্টমোহিভি—/র্ভবৎসুজানুষীং মহীয়সীং চ নীতিমীপ্সিতাম্।
সতাং মনোভিলাষিনীং সমীক্ষ্য তৈঃ পৃথগ্‌জনৈ—/রপি প্রমন্যতে২ধুনা শ্রুতিপ্রণীতকর্ম বৈ ॥ ৪৫ ॥

[ঐ জনের নীতিপরায়ণ ও অনিষ্ট কর্মে মোহিত ব্যক্তিবর্গ আপনার অনুষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ ও অভিপ্রেত নীতিকে উদ্দেশ্য করে সজ্জনদের মনোরূপ নীতি বিচারপূর্বক সেই লোকেদের দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত বেদবিহিত কর্মকে এখন সম্মানিত করছে।]

যথাধুনাপি বিষ্ণুতাড়িতঃ সুরারি-পুঙ্গবঃ/প্রজিষ্ণুর্মাগধাসুরঃ ক্ষিতাবনুপ্রতিষ্ঠতে।[৬৫]
প্রলুব্ধকেন শূলিনা শুগাৎ সপত্রিতো[২]পি বৈ/বুদ্ধিরিবাংশুর্যস্য[৬৬] তামিতো নবাকমূহতে ॥ ৪৬ ॥

[যেমন এখনো পর্যন্ত বিষ্ণু তাড়িত অসুর পুঙ্গব মাগধাসুর জয় অভিলাষ করে (শ্রীমান হয়ে) পৃথিবীতে স্থিরভাবে অবস্থান করে, শিকারী শূলীর দ্রুতগামী ও পত্রবিশিষ্ট বাণের কারণে শত্রুর বুদ্ধিরূপ জ্যোতি প্রশমিত হয় বলে মনে হয়।]

ত্বয়াসীনমহৎগুণাম্বুনিকরে দ্বিট্‌কেশশৈবালকে/খ্যাতশক্রমুখাম্বুজাবলিময়ে চ্ছিন্নারিসম্যক্‌তটে।
শ্রীরামেণ বরাগ্রজন্মজনুষা সম্প্রীণিতে গ্রন্থকে/ষট্‌চত্বারসুপদ্যকৈর্জলচরঃ সর্গো দ্বিতীয়ো গতঃ ॥৪৭॥

[আপনি মহৎ গুণরাশিতে আসীন, যেখানে (শত্রুর) কেশ শৈবাল, বিখ্যাত শত্রুগণের মুখ পদ্মরাজি. হত শত্রুবর্গ তট-আমি (পূর্বোক্ত) ছেচল্লিশটি শ্লোকের দ্বারা ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। শ্রেষ্ঠজন্মা শ্রী (দ্বিজ) রাম দ্বারা এই লোকপ্রীতিকর গ্রন্থের দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত হল।]

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

ত্বদীয়কীর্তিমাহসীং ততিং সমীক্ষ্য বিশ্বসৃক্/বিধোর্বি কুণ্ডলীং দৃঢ়াং হীয়ান চকার বৈ।
ততঃ সুধাংশুজন্মনিষ্ফলেন শ[৬৭]ঙ্কিতো বিধি—/র্বিভাবরী প্রকাশকং ত্বচীকরৎ সতং ছলঃ ॥ ৪৮॥

[আপনার কীর্তিরূপ জ্যোতিঃ সমূহ, যা চন্দ্রের কুণ্ডলীরূপে শোভা পায়, তা দেখে বিশ্বস্রষ্টা চন্দ্রের জন্মই নিষ্ফল আশঙ্কা করে রাত্রিকে প্রকাশ করতে চন্দ্রের চর্ম ছল করলেন।]

যশঃ সুচারুণাংশুনান্যথা[৬৮] বিদিগ্ বধূমখং /তদেব বহ্নিরূপসমরঃ বৈরিকাননম্।
ব্যদাহি তত্ত্ব তন্যতে দ্বিজেনরামশর্মণা /ত্বদাশ্রয়নে শূরিণা বিপশ্চিদীশসূনুনা॥ ৪৯ ॥

[যা দীপ্তিতে দিগ্‌বধূদের যজ্ঞরূপ, সেই যশ বহ্নিরূপ সমরে বৈরিরূপ বনকে দগ্ধ করেছিল, তাই আপনার আশ্রিত পণ্ডিত শ্রেষ্ঠের পুত্র পণ্ডিত দ্বিজরাম শর্মার দ্বারা কীর্তিত হচ্ছে।]

মহীয়সাং বসাভুজামনেন বৈ মহদ্ যশঃ/প্রলুব্ধকারিবর্ত্মনাং ত্বকার্যবদধর্মকম্।
তথৈব বারিশালিনাং সুদীপ্তিমব্ধিগামিনীং /প্রজ্ঞয়ান্ধতামিবাবরোধি তাবকং যশঃ॥ ৫০॥

[মহান অগ্নিসমূহের দ্বারা মহদ্ যশ হয়; প্রলোভনকারীদের নিবৃত্ত করে অকার্য ও অধর্ম (রোধ করে)। তেমনি আপনার যশ সাগরগামী নদীর দীপ্তি, প্রজ্ঞার দ্বারা অন্ধত্বকে রোধ করে।]

অকারি যেন ভূধরাগ্রণী সুকান্তিরন্যথা/তথৈব সৌ[৬৯]রমরীচি জগৎপ্রকাশকারিণী।
তদেবমস্তু তরলী[৭০]ভবদ্‌যশোঽনুবর্ণনা–/ম্বুধিপ্রশায়িনা ময়া বিতন্যতেষ্ট ভূতয়ে ॥ ৫১ ॥

[যার দ্বারা হিমালয়ের সুকান্তি ম্লান হয়েছিল এবং জগৎ প্রকাশকারী সূর্যের দীপ্তি (ম্লান হয়েছিল), আপনার সেই তরল যশোবর্ণনা, যা সাগরে শায়িত ছিল, তাই আমার দ্বারা মঙ্গলের জন্য প্রসারিত হচ্ছে।]

সুদুর্গতাগ্রগণ্যকালমুদন্যসিন্ধুমগ্নকান্/প্রবীনতর্যতীতয়া স্তুতা বিকীর্তিসম্পদা।
হ্যসৌ পুনর্বসুন্ধরাধিরাজভির্বৃতাং সভাং/ধিয়ং[৭১] বিবৃত্ততৃষ্ণি[৭২] কক্রিয়াততিং তনোতি বৈ ॥ ৫২ ॥

[দুর্গতদের অগ্রগণ্য যারা পিপাসার সাগরে ডুবে আছে, তাদের কীর্তিহীনতারূপ সম্পদের দ্বারা অত্যধিক স্তুতি করা হয়। এই বসুন্ধরা রাজাধিরাজগণের দ্বারা বৃত সভাকে ধারণ করে তৃষ্ণাহীন ক্রিয়াসমষ্টিযুক্ত (আপনার) বুদ্ধিকে স্তুতি করে।]

অদভ্রদো দ্বিধাব্ধিনা প্রণীয় মানবান্ জনান্/প্লবীয়ধর্মমাথকং হ্যতীতরৎ ভবদ্ যশঃ।
পুণর্দৃঢ়া তু সেতুতাং গতং তমাকরীরবৎ/বনীয়কালিসন্তরং মহাহ্রদং সরিদ্বরম্ ॥ ৫৩ ॥

[দু'প্রকারের সাগরের দ্বারা প্রচুর বর্ষা দিয়ে জনগণকে আপনার যশ ভেলায় রূপ ধারণ করে পার করেছিল। আবার দৃঢ় সেতুরূপ ধারণ করে শ্রেষ্ঠ নদীকে যাচকগোষ্ঠীর সাঁতারের যোগ্য মহাহ্রদ করেছে।]

অহো ত্বদীয়যশসীং ততিং সমীক্ষ্য ভূভুজঃ/স্বকং হি খুল্লুকং যশস্তপাহুরন্ত সত্বরম্।
যথা মৃগেন্দ্রপাদজাং ক্রিয়াং প্রতীক্ষ্য পদ্ধতৌ/স্বজাঞ্চজন্তবঃ ক্রিয়াং জুঘুক্ষুরোহিদপ্রদা[৭৩]ঃ ॥ ৫৪ ॥

[আপনার যশের বিস্তৃতি লক্ষ্য করে রাজন্যবর্গ নিজেদের স্বল্প যশের বৃদ্ধির জন্য যত্নবান হলেন। যেমন পশুরাজসিংহের গমন পদ্ধতি লক্ষ করে পশুগণ নিজেদের গতি স্থির করতে ইচ্ছা করে।]

অশেষবজ্রদানজৈর্যশোভিরম্য বারিধি/স্তমাণি সূক্ষ্মগোষ্পদং চ্ছলেন চাত্মনো গতে-
রতস্তপত্রপাময়া স্নুনামনাত্য বারিনির্ঝর-/স্তগো হি বাঞ্জসা ফণীব বিশিংকরাধিপম্ ॥ ৫৫॥

[নিঃশেষে বজ্রপ্রয়োগজনিত যশঃ সমূহের দ্বারা এই ব্যক্তির সমুদ্রের মত কীর্তিকলাপ বিস্তৃত হয়। সূক্ষ্মগোষ্পদকে ছলে বলে বাণপ্রয়োগে ব্যাপ্ত করে থাকে। সৌরকিরণে জলরাশির গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শীঘ্র বিস্তৃত পর্বতমালা সর্পের মত ভীষণাকৃতিধারণপূর্বক পৃথিবীর অধিপতি হয়।]

ভবৎ সুকীর্তিমাহসীং সমীক্ষ্য দীপ্তিমুত্তমাং/সরৎপয়োদসঞ্চয়ৈঃ স্বকীয়শুভ্রজচ্ছবিঃ।
নিগুহ্য লোহিতাদিভির্গুণৈরমজ্জি সম্ভ্রমাৎ/সুরুক্মসঞ্চয়দ্যুতিং প্রপৈরবাপ্তভানুভিঃ ॥ ৫৬ ॥

[আপনার সুকীর্তিরূপ তেজের উত্তম দীপ্তি দেখে শরৎকালের সঞ্চারমান মেঘরাজি নিজেদের শুভ্রকান্তি সভয়ে গ্রীষ্মকালের স্বর্ণবর্ণ সূর্যকিরণের লোহিতাদি গুণে নিমজ্জিত করেছিল।]

শিবাদিনাকবাসিনাং মহন্নতুষ্টিকারিভি-/র্বিশুদ্ধবর্ণধারিভিঃ প্রসূনরাজকুন্দকৈঃ
স্বকীয় তেজসস্তৈর্মলীকৃতান্য পুষ্পকৈ-/র্নিবার্য চাত্মতেজসস্তুষারসংঘসন্ততিম্ ॥ ৫৭ ॥

[স্বর্গবাসী শিবাদি দেববৃন্দের তুষ্টি সাধক নানা বর্ণের পুষ্পশ্রেষ্ঠ কুন্দপুষ্প স্বীয় তেজ (সুগন্ধ) দ্বারা অন্য সাধারণ পুষ্পের হিমশীতল স্পর্শকে তুচ্ছ করেছিল।]

হিমানী[৭৪]কালবিস্ফুটৈর্ভবৎ সুকীর্তিশুদ্ধগা-/মপত্রপিষ্ণুর্ভ্ররুচিং সমীক্ষ্য চাত্মনো গুণম্।
নিগৃহ্য রৌহিতী দশা ত্ববাপি শূরিণস্ত্বমূং/বদন্তি বাচমুত্তমাং ভবৎ সুহার্দ্দবর্দ্ধিনীম্ ॥ ৫৮ ॥

[আপনার কীর্তিরূপ যে শুভ্র তুষার ধারা স্ফুরিত হয়, তা নিজগুণ দেখে (তা) গোপন করার জন্য লজ্জাশীলার কটাক্ষের রক্তবর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। পণ্ডিতগণ আপনাকে সৌহার্দ্য বর্ধক এই উত্তম কথা বলে থাকেন।]

ধুনীবরাবধারিণঃ পদাব্জস[৭৫]ক্তমানসাৎ/প্রভূতকীর্তিকারিণা[৭৬]ং প্রবাহকাণ্ডসঞ্চয়ৈঃ।
দুনোতি দীর্ঘ পীড়নং নদীনদাদিমানস—/মতস্তুতে২ম্বশালিনঃ সদৈব ঘোররাবিণঃ ॥ ৫৯ ॥

[গঙ্গার ধারক (মহাদেবের) পাদপদ্মে মত আসক্ত থাকার ফলে যাঁরা প্রভূতকীর্তি করে থাকেন, তাঁদের কর্মপ্রবাহের সঞ্চয় দ্বারা নদী-নদ-মানস সরোবরাদি দীর্ঘকাল পীড়িত হয়, তাই স্তুতিরূপ সাগর সর্বদাই ঘোররব করে।]

ধুনীবরাবধারিণো ধূনীবরাপ্তদেশকে/ধুনীবরাম্বুসংশ্রিতপ্রভূত-মিষ্টভক্তকৈঃ।
বশীকৃতেন্দ্রিয়ৌকসাং সমগ্রবেদবাদিনাং/নৃনাঞ্চ বিপ্র-শূরিণাং তথৈব দণ্ডিদর্পনাৎ [ম্] ॥ ৬০ ॥

[গঙ্গার ধারক (মহাদেবের)গঙ্গা যে দেশে বইছে সেখানে গঙ্গাজলের আশ্রয়ে এমন প্রচুর ভক্তদ্বারা বশীকৃত ইন্দ্রিয় যাদের এমন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের, সেইরূপ দণ্ডধারী সন্ন্যাসীগণেরও গর্বের কারণ হয়ে থাকে।]

প্রভূতচারুকীর্তিভির্ভব্যৎ সুশাস্তৃহেতুভিঃ/সদীন্দিবীপামরস্তবারিণীচধর্মতঃ।
সুধর্মহানিমাগতা যতো[২]ন্নদানজাঃ স্মৃতা-/স্তুতস্তু[৭৭] চিদ্বিভাবিনঃ সদৈব বাসমিচ্ছরঃ ॥ ৬১ ॥

[প্রচুর মনোরম প্রশস্ত হেতুভূত কীর্তিকলাপের দ্বারা আপনার সর্বদা ব্যাপ্ত কর্মসম্বন্ধীয় ধর্মরাশি জলধারার মত বিস্তৃত রয়েছে। শোভন ধর্মের হানির ফলে পথের গতি বিঘ্নিত হয়ে পার্থিব অন্ন প্রভৃতি দানে সীমিত থাকে। সেইহেতু ইতরফলকামী ব্যক্তিবর্গ সর্বদাই আশ্রয়ের অন্বেষণে ব্যাপৃত রয়েছে।]

মনোজ্ঞঋক্‌থদানজৈর্যশোভিরঙ্কুসহিতৈ-/স্তুষারধর্মসংস্থিতৈঃ পৃথগ্‌জনীয়সঞ্চয়ঃ।
সুদৈন্যবহ্নিতাপিতঃ শিসে[৭৮]চ তারকৈরয়ং/প্রদানশৌণ্ডকং যশস্তপত্রপিষ্ণুভির্ভৃশম্ ॥ ৬২ ॥

[রমণীয় মন্ত্রস্থ দানসমন্বিত যশঃসমূহের ফলে দুর্গম তুষার ধর্মযুক্ত পৃথক্ জনস্থিত জয় সম্ভবপর হয়। গম্ভীর দীনতারূপ অগ্নির শিখায় সন্তপ্ত এই ব্যক্তি তাপ অপনোদনের নিমিত্ত ত্রাণের জন্য মাংসপ্রদানজনিত কর্মকে অত্যন্তভাবে লজ্জাবশতঃ দমন করতে প্রবৃত্ত হচ্ছে।]

সদৈব তথ্যভাষণাৎ বশীকৃতেশসম্বিদ—/স্তবৈতদুক্তিজং যশস্ত্বদীয়াপি হৃষ্টমানসম্।
যথা হি ব্রহ্মবাদিনাং মনঃ সমিত্রসত্বরং/বিভুং হি চিৎস্বরূপিনং সুহর্ষজাম্বুধৌ বিশেৎ ॥ ৬৩ ॥

[সর্বদা যথার্থ ভাষণের দ্বারা প্রভুদের চেতনাকে বশীভূত করেছে, সত্যভাষণ হেতু যশ দ্বারা তুমি সদা সন্তুষ্ট। যেমন - ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মন সর্বব্যাপীচিৎস্বরূপপরমব্রহ্মরূপসমুদ্রে, প্রবিষ্ট হয়ে আনন্দ লাভ করে।]

অশেষতীর্থগামিনাং সদা বিবেকজীবিনাং/সবন্যশুল্কসাধ্বসাদতীব ভীত-সম্বিদাম্।
অহো ত্বদীয়কীর্তিবাদদীত তীর্থহেতবে /শুভাং শ[৭৯]রণ্যধর্মতাং গতেতি লক্ষ্যতে হিতান্ ॥ ৬৪ ॥

[সব তীর্থে যাঁরা যান, যাঁরা সর্বদা বিবেককেই অবলম্বন করে থাকেন, যাঁদের চেতনা যজ্ঞশুল্কের ভয়ে অত্যন্ত ভীত,·অহো! আপনার কীর্তিবাদকে তীর্থরূপে গ্রহণ করেন এবং শুভ শরণ্য ধর্মত্ব প্রাপ্ত হন বলে তাঁদের হিতকর্মগুলি লক্ষিত হয়।]

অহো হি কা পথাটিনাং নৃণাং পুরোক্তভীতিতো/বিহায় রাজপদ্ধতীং যথাধিগন্তুমিচ্ছতাম্।
মহদ্মনান্ধতামসাদ্ ভয়াদ্ বিহীনচেতসাং/করং দধীর-পালনাৎ করীব হীনলোচনম্ ॥ ৬৫ ॥

[অহো! পথিকজনের পূর্বোক্ত (বিষয়ে) কি ভয়, যে রাজপথ ত্যাগ করে (সেইপথে) যেতে ইচ্ছা করে! বিশাল মন-অন্ধকারের ভয়ে গতচেতন অন্ধ (ব্যক্তিদের) রক্ষার জন্য গজের ন্যায় কর ধারণ করেন।]

গভীরকাননাসিনঃ শিবাদিদেবসংঘতান্/পলাদি দেহধারিণস্ত্বনর্চাস্তে তেজসঃ।
মৃগেন্দ্রকাদি সাধ্বসাদ্ গর্তৈ[ঃ]রভাবসহিতান্ (অমূন্ প্রপূজয়ন্তি বৈ সদৈব চাস্তভীতয়ঃ) /
প্রপূজয়ন্তি মানবাস্তদীয়কীর্তিসংক্রমৈঃ ॥ ৬৬ ॥

[গভীর বনে অবস্থিত মাংসলশরীরধারী তোমার দীপ্তি কোন মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশনীয় নহে। শিব প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে সংযুক্ত, পশুরাজ্যদের সঙ্গমে অভাবনীয় ঐ তেজঃপুঞ্জকে সর্বদাই ভীতসন্ত্রস্ত মানবেরা কীর্তি সহকারে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে।]

হতপ্রভূতসাধ্বসৈর্হৃদৈব তেজসো বুধং/সমাপ্লুবন্তি যোগিনো যথা ত্বিমেষ্টভীতয়ঃ।
স্বধর্মরক্ষণে [ঽ]প্সরোবিনষ্টপাপসঞ্চয়াঃ/হতপ্রলাপজক্রিয়াঃ পুরুষাঃ সদৈব তীর্থমিচ্ছবঃ ॥ ৬৭ ॥

[বিপুল ভয় হৃত হয়েছে যাঁর হৃদয় হতে, তার দ্বারা তেজস্বিগণ পণ্ডিতও যোগিগণের নিকট ভয় রহিত হয়ে উপস্থিত হন; স্বধর্মরক্ষায় অপ্সরাদের পাপরাশি বিনষ্ট হলে তারা ধর্ম ক্রিয়ার লোপবশতঃ সর্বদা তীর্থ যাত্রা কামনা করেন।]

কলাববাপ্য বৈজানুর্ভবানিজায় চানবান্/হ্যধ্বরক্ষাকেন[৮০] বৈ মখেন সত্তমেন বা।
সুপর্বসংঘমান[৮১]সপ্রতুষ্টিকারিণাত্মনা/নরাধি[৮২]মেধজাধ্বরপ্রণাশকে হি বৈ যুগে ॥ ৬৮ ॥

[কলিকালে হিংসার হিতধর্মের রক্ষক যজ্ঞ অভিপ্রেত ফলদানে ব্যক্তিবর্গকে অভীষ্টপথ চালিত করে। সুন্দর পর্বসমূহে, মানসিক তৃপ্তিকারী ব্যক্তি নিজেই মনুষ্যের ঊর্ধ্বে বলিজাত হিংসাযুক্ত নাশকারী কর্মে যুগে যুগে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় লিপ্ত থাকে।]

অনু ভবৎ-কৃতং কর্তুং দুদোষ কশ্চিদজ্ঞকঃ/শ্রুতৈকদেশবীক্ষকঃ কলাবয়ং বিবর্জিতঃ।
ত্বিদন্তু চোররীকৃতঃ বুধৈর্বিহীনকিল্বিষৈ—র্জিতাক্ষ-/সঞ্চয়েতিকৈঃ পুরাণসংহিতোক্তিভিঃ ॥ ৬৯ ॥

[আপনি অনুভব সিদ্ধ যে কাজ করেছেন একদেশদর্শী অজ্ঞব্যক্তি তাতে দোষ দিতে পারে। যারা বিদ্বান ব্যক্তি তারা এই জিনিসগুলিকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করে এবং জ্ঞানীগণ পাপহীন অবস্থাতে যে সমস্ত পুণ্য সঞ্চয় করেছেন তা পুরাণবেদ মত অনুসারে।]

যতস্তুতৈর্মহদ্গুণৈরকার্যমুষ্যারাবণং/কলেরধীনকর্মণাং নৃণাং স্বধর্মস্থাপিনাম্।
অনুক্রমেণ চাসতা সুপর্বখল্লকার্চনা/প্রভূতমত্তসংম্বিদাং ন তত্তবৈব কেবলম্ ॥ ৭০ ॥

[যেহেতু স্তুতিযোগ্য শ্রেষ্ঠ গুণাবলির ফলে অসাধ্য কার্যের সাধন সম্ভব হয়, সেগুলি কলিরই অধীনস্থ; সেইরকম মনুষ্যদের স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করা আবশ্যক। ক্রমান্বয়ে অসম্ভব কর্মাবলির অনুষ্ঠান এবং তদনুযায়ী সুন্দর আচরণ প্রচুর মত্ততায় প্রকাশ পায়। সেগুলি কেবল তোমারই নহে, সকলের।]

ত্বয়াস্য ধাতুরীহয়া বিত্তং হি যদ্ বিধীয়তে/তদেব চাধিকারিতাং প্রদত্তমন্যবৃত্তিকাম্।
ভবত্যমুষ্য সূরতা শিশোর্যথাত্মপাণিনা/বিধুং বিনেতুমাত্মনঃ সনীড়তাং প্রতর্ষতা ॥ ৭১ ॥

[আপনি এই বিধাতার ইচ্ছা অনুসারে বিত্ত পাচ্ছেন। তাতেই আপনার অধিকার আছে। অন্য বৃত্তি যা আপনার নয়। শিশু যেমন নিজ হাত দিয়ে চাঁদ ধরতে চায় কিন্তু সে নিজের বাসায় বা বাড়ির আয়তনের মধ্যে থাকে।]

ক্রতোরমুষ্য ঘোটকং কৃতো[২]পি নাগমদ্দিশি/প্রতিস্থিতেষু রাজসু প্রসাং যুগীনশালিষু।
ত্বদীয়চাপশি[৮৩]ঞ্জিনীরবাদিমে[২]স্তু ভূমিপৈ—/র্দিশং সমাশ্রিতং ভয়াদিদং বিবুধ্য ভূপতে ॥ ৭২॥

[হে রাজন ! এই যজ্ঞের অশ্বকে দিগ্বিজয়ে না পাঠিয়ে যুদ্ধশীল রাজারা প্রস্থান করলে আপনার ধনুর টংকার শব্দে রাজগণ এর-ই বুঝে ভয়ে দিক্ আশ্রয় করে।]

ক্রতোরমুষ্য দক্ষিণপ্রভূতবজ্রবারিধি—/র্হ্যসে[৮৪]চি দৈন্যবহ্নিনা প্রদহ্যমানধীষণঃ।
সুরা [ঃ] পাবনীতটপ্রপত্রহীনসংগ্রহস্ত-/শেষ-শাস্ত্রবিদ্যয়া বিশীর্ণসূরিসঞ্চয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

[এই যজ্ঞের দক্ষিণা প্রভূত বজ্রমেঘ দৈন্য বহ্নির দ্বারা দগ্ধ বুদ্ধিকে সেচন করেছে, সুরধনীর তটে শরণাগত দীন ব্যক্তিদের সমষ্টি যাতে সমস্ত শাস্ত্রবিদ্যা অধিগত করে পণ্ডিতগণ শীর্ণ হয়েছেন (তাকে সেচন করেছে)।]

সুপর্বণামনেন বৈ সতুষ্টিরভ্যকারিয-/জ্জনাং ত্রপা প্রভূততত্যনুক্রমেণ চাত্মনো [নঃ]।
হ্যকারি চাত্মসীমকং বিপশ্চিতাঞ্চ সদ্ গিরা-/ময়ন্তি ভূষণৈর্ভৃশৈর্নৃণাং প্রত্যংকসঞ্চয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

[সুন্দর কর্মভেদে এই কার্যে সন্তোষ বিধান ঘটে থাকে। নিজের প্রভূত বিস্তারের ক্রমান্বয়ে ভজনা এবং তদ্বীয় অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। স্বীয় ধর্ম অনুসারে বিচক্ষণদের সদ্বাক্যে অলংকার-পরিভূষিত উক্ত কর্মমণ্ডলী মনুষ্যদের অত্যন্ত গুণাবলির প্রতীক হয়।]

মনোজ্ঞহব্যসঞ্চয়ং প্রদানকেন ভূপতে/কুপীটযোনিশা[৮৫]শ্বতী সুদৃপ্তিরেব তন্যতে।
অপূরিব্রক্ষণঃ স্থলীং যশোম্বু নির্জরেন বৈ/অদাহ্যরাতিরিন্ধনং শ্রুতিপ্রণীতবহ্নিনা ॥ ৭৫ ॥

[হে রাজন্! রমণীয় আহুত দ্রব্য প্রদানে সুন্দর দীপ্তি প্রকাশিত হয়। ইহা পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক। অপূর্ণ ব্রক্ষপাত্র যশোবিস্তারে জলীয় পদার্থের মত প্রতীয়মান হয়। দহনের অযোগ্য আনন্দস্বরূপ বেদবিহিত অগ্নিশিখা পরম প্রজ্বলনের ফলস্বরূপ।]

অমুষ্য কীর্তিবর্ণনে[২]প্যধীতসাঙ্গবেদকা/বুধাস্ত্বপত্রপিষ্ণেবা ভবন্তি কিং পুনর্ময়া।
বিবর্ণনীয়মীদৃশং যশস্ত্বদীয়সুক্রতো—/স্তথাপি চাত্মসম্বিদো গতো স্তৎপ্রসরিতম্ ॥ ৭৬ ॥

[এঁর কীর্তির বর্ণনায় সাঙ্গবেদকা যাঁদের দ্বারা অধীত হয়েছে, সেই পণ্ডিতেরাও লজ্জিত হন, আমার তো কথাই নাই। এরূপ আপনার সুষ্ঠু যজ্ঞের যশ বর্ণনার অতীত, তবুও নিজের চৈতন্যবশতঃ তা বর্ণনা করছি।]

যথারবিন্দজং মধু প্রপীয় ষট্পদাদিভি—/র্নিবৃত্যতে পুনঃ পুনর্নবৈব কামুকো যথা।
বিড়ম্ব্য রম্যকামিনীং তথৈব তাবকং যশঃ /প্রকীর্ত্য সাধুকোবিদৈর্বিরম্যতে কদাপি নো ॥ ৭৭ ॥

[যেমন ভ্রমরেরা পদ্মের মধু পান করে বারে বারে ফিরে আসে, যেমন কামুক বারে বারে নতুন সুন্দরী রমণীর কাছে যায়, তেমনি আপনার যশ কীর্তন করে সাধু বিদ্বদ্‌গণ কখন-ই ক্লান্ত হন না ।]

জিজায় যস্য বৈধবীং ক্রিয়াঞ্চ মেদুরস্মিতং/দৃশা বিনির্জিতা সরোরুহানি সৌষমীরুচিঃ।
মণিপ্রবীরকাশ্যপাত্মজীয় ঔসসার্চিষং/জয়ন্ সমুস্থিতস্বভাঙ্করস্য কোমলং ছবিঃ ॥ ৭৮ ॥

[যাঁর মৃদু হাস্যে সূর্যের ক্রিয়া পরাজিত হয়, (যাঁর) নয়নের দৃষ্টিতে পদ্মরাজির সৌন্দর্য সুষমা পরাস্ত হয়। মণিশ্রেষ্ঠ সর্পরাজ্যের মণিকে নিজ জ্যোতি দ্বারা জয় করে নিজ প্রভায় সূর্যের কিরণকেও জয় করে কোমল কান্তি (লয়ে বিরাজ করেন) ।]

মুখেন কচ্চরীকৃতং সুনাশয়া তু বিস্কিরা-/ধিপস্য নাসি[৮৬]কা জিতা সুচারুকুঞ্জপংক্তিনা[৮৭]।
হতা হি দাড়িমীস্থিতিঃ সুগণ্ডকেন হাটক-/প্রভশ্চকেন্ত্বকো জিতো মৃণালমস্য পাণিনা ॥ ৭৯ ॥

[মুখের দ্বারা (পদ্মকে) মলিন করে, সুন্দর নাসার দ্বারা গরুড়ের নাসিকা পরাজিত করেন, সুন্দর দন্ত পংক্তির দ্বারা পরাজিত করেন দাড়িমের প্রতিষ্ঠা। সুন্দর কপোলদেশের দ্বারা হত হয়; সুবর্ণ। এবং যমের তেজ মৃণাল এঁর বাহুর দ্বারা পরাজিত হয় ।]

কচৈরজেয়ি চামরং ললাটরাজশোভয়া[২]/ষ্টমীয়চন্দ্রমণ্ডলং মহদ্ধিকন্ত্ববাপকে।
পুনর্ভবালিভির্মহীয়সী সুকৌমুদীরুচিঃ/সুবৎসজাতকৈশিকৈর্জিতশ্চ কার্মুকাকৃতিঃ ॥ ৮০ ॥

[কেশের দ্বারা চামর জয় করেছেন, ললাটের শোভা দ্বারা অষ্টমীর বিশাল চন্দ্রমণ্ডলকে প্রাপ্ত হয়েছেন, নখপংক্তির দ্বারা মহৎ সুন্দর কুমুদের শোভা এবং সুবৎস (শ্রীবৎস) ধনুকাকৃতি ভ্রূ দ্বারা ধনুরাজিকে (পরাজিত করেছেন) ।]

শ্রুতিপ্রণীতভারতী বশীকৃতেশসম্বিদা/রণজ্ঞয়া চ সূরিণামশেষশাস্ত্রদৃষ্টিজা।
সরস্বতী জিতা ময়া প্রলীন[৮৮]শাস্ত্রসংহতি[৮৯]/সুবীর্যশর্মকারিণী সুধেব তৃপ্তিমেষ্যতি[৯০] ॥ ৮১ ॥

[মহাদেবকে কশ করে যে চৈতন্য তারও রণবিদ্যার দ্বারা পণ্ডিতগণের সমস্ত শাস্ত্রদৃষ্টি হতে উৎপন্ন বেদ, প্রণীত বাক্ যাতে শাস্ত্রসমূহ বিলীন হয় এবং বীর্য ও ধন দেয়, তা আমার দ্বারা জিত হয়েছে, তা সুধার ন্যায় তৃপ্তিদান করবে ।]

অশেষশাস্ত্রবেদিভিস্ত্রয়ীবৃতং[৯১] যদস্তুতং/সুধর্মসংঘিতান্বিতং সুগত্যকেন ভাষিতম্।
শৃণোতি সর্বদৈব যা প্র[৯২]চূরপাপজাং গিরং/জহাতি চাত্মনো[২]ন্তিকাৎ শ্রুতিস্তু সৈব তাবকী ॥ ৮২ ॥

[সমস্ত শাস্ত্রবিদ্‌গণের দ্বারা ত্রয়ীবৃত সুষ্ঠু ধর্মসমূহের দ্বারা যুক্ত যা স্তুত হয় নাই, সুন্দরভাবে উক্ত হয়েছে, তা সর্বদা শুনে প্রচুর পাপ হতে উৎপন্ন ভাষাকে ত্যাগ করে এবং নিজের কাছ হতে সেই শ্রুতি (গ্রহণ করে) ।]

তৎকীর্ত্যাদিবিবর্ণনোড়ুনিকরে গ্রন্থে২ন্তরীক্ষপ্রভে/নানাশাস্ত্রপদ্মনির্মিতসারদ্-ব্যূহপ্রদে মঞ্জুলে।
শ্রীরামেণ বরাগ্রজন্মজনুষা সম্প্রীণিতে সূরিণা/পদ্যৈর্যুগ্মগজৈরিদং সুরবিধোস্তুল্যস্তু সর্গত্রয়ম্ ॥ ৮৩ ॥

[আপনার কীর্তি প্রভৃতির দ্বারা যেখানে তারাবলি বিবর্ণ হয়েছে, সেই অন্তরীক্ষের মত গ্রন্থে, যেখানে নানাশাস্ত্রসমূহ পদ্মযুক্ত সুন্দর নদীব্যূহপ্রদ আছে, সেখানে শ্রেষ্ঠজন্মা শ্রীরাম নামক পণ্ডিত যুগ্ম গজবন্ধ পদ্যের দ্বারা তিনটি সর্গ সমাপ্ত করলেন।]

চতুর্থঃ সর্গঃ

ভবৎ শিরঃ প্রপায়তাং শিবেন চক্রপাণিনা/তথা কথোপপাত্তু বৈ হরস্তু রিষ্টিপাণিকঃ।
অথক্ষণঞ্চ রক্ষতাং ত্রিলোচনেন শূলিনা/শ্রবো হরেত্তু চাত্মনা ধ্বনিপ্রণাশকারিণা ॥ ৮৪ ॥

[শিব চক্রপাণি আপনার মস্তক রক্ষা করুন, রিষ্টিপাণিক হর বাক্ রক্ষা করুন, ত্রিলোচন শূলী ক্ষণ রক্ষা করুন, ধ্বনিনাশকারী নিজেকে দিয়ে শ্রুতি হরণ করুন।]

অবত্বনেন নাসি[৯৩]কাং পশুপ্রপালকেন চা-/ননং প্রগাত্বগেশ্বরো ললাটমিন্দুশে[৯৪]খরঃ।
কপর্দিনা তু কুন্তলঃ প্রপায়তাং চ বৈগলঃ/সুনীলকণ্ঠধারিণা ভবস্তু বৈ মহেশ্বরঃ ॥ ৮৫ ॥

[পশুপতি নাসিকা রক্ষা করুন, অগেশ্বর মুখ, ইন্দুশেখর ললাট, কপর্দী কেশ এবং কণ্ঠদেশনীল কণ্ঠ রক্ষা করুন, ভব মহেশ্বর (রক্ষা কর্তা হোন)।]

প্রপাতু পৃষ্ঠমীশ্বর স্তথোরুমুগ্রনামকঃ/সুজঙ্খকেতূ রক্ষতু প্রখণ্ড পশু[৯৫]রপ্যসৌ।
তবাঙ্ঘ্রিমাত্তুরক্ষতু প্রভূতভূতনায়কো[৯৬] /ভবৎপ্রতীকসঞ্চয়ং প্রপাতু সর্বনামকঃ ॥ ৮৬ ॥

[ঈশ্বর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন, উগ্র উরু, সুজঙ্ঘকেতূ ও খণ্ডপর্শু রক্ষা করুন, প্রভূত ভূতনায়ক চরণ, এবং আপনার প্রতীকসমূহ সর্ব নামক (দেব) রক্ষা করুন।]

ভবঃ প্রপায়তাং হি ত্বক্ হ্যনেন কৃত্তিবাসসা/দরঞ্চ শ[৯৭]ম্ভুনা সদা তবায়ু রব্যতাম্।
যমাধিকারিতাং জিগীষূনাং ধনং/ধনেশ্বরো বিভুর্বলং মৃড়েন রক্ষ্যতাম্ ॥ ৮৭ ॥

[ভব সাদরে ব্যাঘ্রচর্ম দিয়ে ত্বক্ রক্ষা করুন, শম্ভু সর্বদা আপনার আয়ু রক্ষা করুন। জিগীষু হয়ে অধিকারী ধনেশ্বর ধন, বিভু বলকে মৃড় রক্ষা করুন।]

অনীকিনীঞ্চ রক্ষতু প্রভূতভূতসেনকঃ/গজাদিজন্তুনায়কানবেত্তু দৃশাধিরোহকঃ।
তবাপ্য শেষভূতিকং মনোজ্ঞধর্মমাশ্রিতং/প্রপায়তাঞ্চ লীনয়া শিবেন ভূতিশালিনা ॥ ৮৮ ॥

প্রভূত ভূতসেনকে সেনা রক্ষা করুন, গজাদি পশুর নায়কগণকে দৃশাধি রোহক রক্ষা করুন। আপনার সমগ্র সমৃদ্ধি, যা মনোজ্ঞ ধর্মকে আশ্রয় করেছে, তা ভূতিশালী শিব গোপনে রক্ষা করুন।]

প্রতীকসন্ধিরব্যতামনেন খণ্ডপশু[৯৮]না/প্রপাতু শঙ্করো ধিয়ং সদৈব হৃষ্টমানসঃ।
সখণ্ডদর্পরাজকং সদৈব চোগ্রনামকঃ/প্রবীনকীর্তিরব্যতাং প্রহর্ষিতেন শূলিনা ॥ ৮৯ ॥

[সন্ধিগুলি খণ্ডপর্শু রক্ষা করুন, শঙ্কর সর্বদা হৃষ্টমনা হয়ে বুদ্ধি রক্ষা করুন। সখণ্ডদর্পরাজকে উগ্র নামক (দেব রক্ষা করুন), এবং প্রহর্ষিত শূলী আপনার সমৃদ্ধ কীর্তি রক্ষা করুন।]

ময়োক্তমল্লসম্বিদা ভবৎপ্ররক্ষণায় যৎ/ত্রয়ীময়েন চাশিষা তদন্যদস্তি কিঞ্চ যৎ।
শ্রুতিপ্রণীতকর্মণা বলিপ্রদানহর্ষিতঃ/শিবোঽবতু প্রপাত্তু শঙ্করঃ সদৈব তাবকম্ ॥ ৯০ ॥

[অল্পবুদ্ধি আমার দ্বারা আপনার রক্ষার জন্য যা বলা হলো, ত্রয়ীময় আর্শীবাদের দ্বারা তার অধিক হবে। শ্রুতিপ্রণীত কর্মের দ্বারা পূজা দান করায় আনন্দিত শিব শঙ্কর আপনার কিছু সর্বদা রক্ষা করুন ।]

ত্বদীয়কং যদীরিতং গুণাদিবর্ণনং শুভং/ময়া হি খুল্লবুদ্ধিনা প্রগল্ভদৈন্যভীরুণা।
তদেব চাব্ধিসন্তরাঃ সুবিন্ধবশ্চ মেনিরে/যতো গুণাম্বু সম্ভৃতাং নিধিঃ প্রমণ্যতে ভবান্ ॥ ৯১ ॥

[আপনার শুভ গুণাদির বর্ণনায় আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি, বাগ্ দৈন্যের ভয়ে কাতর ব্যক্তির দ্বারা উক্ত হল, তা-ই সাগরসন্তরণে পটু মনে করেন, যেহেতু আপনাকে গুণসাগরসম্ভূত নিধি বলে মনে করা হয় ।]

বিসৃষ্ট চাত্মজীবিকাং সমাগতো[২]হমত্র বৈ/তথৈব বন্ধুসংঘতান্ ভাবর্ণবং জিগীষুকঃ।
ত্রিলোচনাঙ্ঘ্রিসেবয়া ত্রয়ীপ্রণীতকর্মণা/হ্যশেষকর্মসাগরং তিতীর্ষুবস্ত ঋক্থকঃ ॥ ৯২ ॥

[নিজের বৃত্তিতে উপনত আমি এখনই বন্ধুপরিবৃত স্থানে গমন করি। ভবরূপ সংসার-সাগর জয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছি। শিবের মহিমায় বেদবিহিত কর্মে অশেষ কর্মরূপ সাগর উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক হয়েছি। বেদমন্ত্রই সমস্ত পারাপারের সোপান ।]

পুরা মদীয়মীহিতং ভবত্যহো নিবেদিতং/ততঃ পরাভবীয়তাং প্রণেতুমীহিতং কুরু।
প্রয়াতমপ্রসন্নমত্তসম্বিদামশেষকাশ্যপী—/ভুজাং পুরোক্তসর্পকং হি মাং ভবানবশ্যমেব মা ॥ ৯৩॥

[ওহে! প্রাচীনকালে মৎকর্তৃক চেষ্টিত কর্মের নিবেদন করা হয়েছে। এর ফলে পরাক্রমের উপযুক্ত কর্ম করতে প্রয়ত হও। নিষ্পন্ন ও অপরিতৃপ্ত মদীয় গুণাবলির কর্মাবশেষে অসম্পূর্ণকার্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাহুবলে পূর্বে বিহিত ও নির্দিষ্ট কর্মসমূহ আপনি অবশ্যই আমাকে অনুষ্ঠানের পদ্ধতি অনুসারে জানিয়ে দিবেন ।]

অযোগ্যকর্মকারিণি প্রখুল্লকোপলব্ধিকে /জনে হি মদ্বিধো জনঃ কদাপি ভারমাশ্রিয়ম্।
ন নেষ্যতীতি মাং দ্বিজং প্রতিপ্রবুধ্যমানসে/পরাভবং প্রজেতুমীহিতং কদা ন কুর্যকাঃ ॥ ৯৪ ॥

অনুপযুক্ত কর্মের অনুষ্ঠানকারী এবং পদ্ধতি অনুসারে প্রসন্ন বিষয়ের অনুভবকারী ব্যক্তিতে আমার মত মনুষ্য কখনও ভারের আশ্রয় ইচ্ছা করে না। ব্রাহ্মণসদৃশ আমাকে ভালভাবে জেনে মনঃসম্বন্ধীয় জ্ঞানে পরাক্রমে জয় করতে চেষ্টিত কর্মকে কার্যকারিগণ কোন সময়ে বিহিত করে না ।]

যতো হি কর্ম যস্য যৎ স এব কর্তুমীহিতো/যথাম্বুশালিসঞ্চয়প্রপত্তিযাত খেড়থা—
দুষ্কীর্ণকুশত্রব বৈ যঃ এধিরুদ্ধদ্বারম্/সুতীক্ষ্ণবাড়বানলং তথা ত্বমেব মন্যসে ॥ ৯৫ ॥

[যেভাবে যার যে কর্ম সেই সেভাবে করতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জলরাশিতে সঞ্চিত ও প্রাপ্ত গগনসদৃশ দুর্গম কুশই পথকে অনুরুদ্ধ করে রাখে, যা সুচারু তীক্ষ্ণ অরণ্যের অগ্নিরূপ- সেই ভাবে তুমিই একে মনে করে থাক ।]

ইমাঞ্চ ভূতধারিণীং দধাবসৌ ফণীশ্বরঃ/কৃশ[৯৯]প্রসূনকং যথা পুরাবতীর্ণতাং গতঃ ।[১০০]
দধাবগেশ্বরং হরিস্তথা ভবন্তমীশ্বরং/প্রবীণকল্পপাদপং জগু র্বিশেষদর্শিনঃ ॥ ৯৬ ॥

[এই যে ভূতধারিণী (পৃথিবীকে) ফণীশ্বর ধারণ করেছেন, যেমন ক্ষীণ পুষ্প অবতীর্ণ হয়েছে, পর্বতরাজকে যেমন হরি (ধারণ করেছেন), তেমনি শ্রেষ্ঠ কল্পবৃক্ষস্বরূপ আপনাকে বিশেষ দর্শীগণ স্তুতি করেছেন ।]

নচেৎ প্রদীয়তে তু মে সুধর্মরক্ষণং পদং/তদাপহীয় জীবিকাং পুরাবসং স্থিতাং ভিয়া ।
অদভ্ররিক্থসাধ্যকক্ষতিপ্রণীতকর্মণাং/সমাপ্তিহানিজা তু যাপ্যবেমি ভিক্ষুতাং ত্বয়া ॥ ৯৭ ॥

[যদি আমাকে ধর্ম রক্ষার অধিকার না দেন, তবে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত জীবিকা ত্যাগ করে ভয়ে প্রচুর ধনসাধ্য ক্ষতি পূরণের জন্য আপনার নিকট ভিক্ষুরূপে পরিচয় দেব ।]

ততস্তবাপি চোলতা ভবিষ্যতীতি মন্যতে/প্রহীনপওনাদ্‌যতো বিহীনসন্ততৌ ময়ি ।
প্রকর্ষপৈতৃকার্চনাং বিনা বিকুপ্তমানসা/স্তরববাভিসপ্তিনঃ প্রকুর্যকুর্ভরবিত্তিয়ম্‌ ॥ ৯৮ ॥

[তার ফলে তোমারও দুর্গম স্থলে গতি হবে——এটাই মনে করা হয় । নির্দিষ্ট পত্তনের ফলে সংকুচিত ও পরিবার সমন্বিত আমাকে প্রকৃষ্ট পূর্বপুরুষোচিত উপাসনাভিন্ন মানসিক ব্যতিব্যস্ত করা হয়ে থাকে । সন্ত্রস্ত ও ভীতিগ্রস্থ করে জীবজগৎ স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয় । দুষ্কর্ম থেকে ভীতির আশঙ্কায় বৃক্ষরাজি স্থির থাকে-এটাই জগতে অভিব্যক্ত হয় ।]

কিমেতদুক্তিবিস্তরৈর্ভবত্যপারকীর্তিকে/ছলেন বৈ নিবেদিতং প্রবৃত্তিমীষ[১০১]দীরিতম্‌ ।
তকাং হি চাদিতো[২]ন্ততঃ সনাবকর্ণবৃত্তিকাং/কুরুস্ব চাত্মসম্বিদা যথেপ্সিতং হি ভূপতে ॥ ৯৯ ॥

[বিস্তর বলে কি হবে, আপনার অপার কীর্তিবিষয়ে প্রবৃত্তি সংক্ষেপে নিবেদিত হল । এবং আমার ইচ্ছা অল্পমাত্রায় ব্যক্ত করলাম । আমি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বর্ণনা করছি । সেই বৃত্তিকে আপনি শ্রবণ করে রাজার যা ইচ্ছা সেইরূপ করুন ।]

ইমং হি পুস্তকাধিপং মহৎপদালিনির্মিত–/মশেষশাস্ত্রদর্শিভিঃ সমাদৃতঞ্চ সূরিভিঃ ।
কৃতং হি যত্নগৌরবাদ্‌ দ্বিজেন রামশর্মণা/সুবৈদিকেন মানিনা সুগাঙ্গতীরবাসিনা ॥ ১০০ ॥

[এই পুস্তক শ্রেষ্ঠ মহৎ শব্দাবলি নির্মিত, অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতবর্গের সমাদৃত, এটি যত্নে ও গৌরবে সুবৈদিক, মানী, গঙ্গাতীরবাসী দ্বিজরাম শর্মা দ্বারা সংকলিত হল ।]

অথস্মিনুদ্যতং হি যৎ কদাপি পদ্যদূষণং/অপীশদন্বয়ব্যতিক্রমং পদস্থিতং হি বা ।
তদল্পদার্শিনাং বিশুদ্ধমাদধাবরুনমত /ব্রজানুদর্শিনঃ প্রপচ্যতে তু মাসকানি বো[১০২] ॥ ১০১ ॥

[ঐ কর্মে উদ্যত যা কিছু কখনও পদ বা স্থলে দূষণীয় হয়ে থাকে । অন্বয় এবং ব্যতিক্রমে স্থলস্থিত কর্ম অনুষ্ঠিত হয় । সেই অল্পদর্শী ব্যক্তিবর্গের নিকট পবিত্র ও রসাস্বাদিত কর্ম প্রতিভাত হয় । পাপীদের নাশ করতে বিহিত ধর্মের অনুষ্ঠান করা হয় । সত্য ধর্মদ্রষ্টা ব্যক্তির নিকট মাসবিহিত কর্ম যথার্থরূপে চিহ্নিত হয় ।]

দৈন্যাম্বুধিকুর পুরী হি তদ্বৎ শুভায় প্রীত্যর্থমাশু/সুমহতো[১০৩] যশ আপ্তকোশ্চ দীনাবলীষু কৃতজঃ ।
দ্বিজরামশর্মা যত্নেন কীর্তিশতকাখ্যমমুং বিরেচে ॥ ১০২ ॥

[দৈন্য সাগরে শুভ ও প্রীতির জন্য দ্রুত সুমৎ যশ লাভ করেছেন কে দীনগণের মধ্যে প্রত্যুপকারী। দ্বিজরাম শর্মা সযত্নে *কীর্তিশতক* নামে এই (গ্রন্থ) রচনা করেছেন।]

শ্রীমদ্রাজগুণাব্ধিদীর্ঘবলয়ে ভ্রমিপ্রভে পুস্তকে/নানার্থপ্রতিপাদকানি মনুজে ছন্দোলতাগুল্মকে।
শ্রীরামেণ বরাগ্রজন্মজনুষা নির্মীতকে ভূমিপঃ/পদ্যৈঃ পক্ষশতেন পূর্তিজনকঃ সর্গস্তুরীয়ো গতঃ ॥ ১০৩ ॥

[সমৃদ্ধিতে নিমজ্জিত গুণসাগরে দীর্ঘবলয় ঘূর্ণির মত যে পুস্তক নানার্থ প্রতিপাদক মনুষ্যময় ছন্দোরূপ লতাগুল্ম বহুল, শ্রেষ্ঠজন্মা শ্রীরাম রচিত সেই পুস্তক একশত শ্লোকে সেই রাজা স্তুত হয়েছেন। এই সর্গই শ্রেষ্ঠ সর্গ।]

সংখ্যে তু শূন্যে[১০৪] ঋতুবৈরিসোমে/উর্জে হরিবাণে[১০৫] দিনৈব[১০৬] ঋদ্ধাম্।
ভৌমে সমাপ্তিং কৃতবানমুষ্যাঃ/পুস্ত্যাঃ সমগ্রাং দ্বিজরামশর্মা ॥[১০৭]

[১৬৬০ শকাব্দের কার্তিক মাসের ১৫ তারিখ মঙ্গলবার দ্বিজরাম শর্মা এই পুস্তকটির সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাপ্তি করলেন।]

তুরীয়ভাগবাহিনা পদেন চাদিবন্বিতঃ/শুভালিবাচকেন বৈ জয়েন চাস্তবাশ্রিতঃ।
গবামধীশবাহনপ্রিয়াম্ভিমাশ্রিতেন বৈ/জঘন্যমাশ্রিতং সজীবতাত্ত্ব যস্য নাম্বি ধৈ ॥

[চতুর্থ ভাগবহণকারী প্রথম পদের দ্বারা শুভসূচক জয়ে আশ্রয় ঘটুক। দীপ্তিসমূহের অধীশ্বর বাহক প্রিয় সমুদ্রের আশ্রয়ে সজীবত্ব প্রতিপাদিত হয়, যার জলে কোন জঘন্য ব্যাপার থাকে না।]

সমীরণারিভোজনপ্রতীক পশ্চিমারুহ/প্রসূপ্রিয়াম্ভিসারসপ্রয়াতমাদকং মধু।
প্রপান্নযাতগুপ্তনৈর্মলে বিতেন চাশিষা/মদীয়কেন বর্দ্ধতাং পুরোক্তসংজ্ঞকো ভবান্ ॥

[বায়ুর বিপরীত ভক্ষণের প্রতীক পশ্চিমগগণোন্মুখে ফলপ্রসূ প্রিয় সমুদ্রস্থিত জলপূর্ণতায় উদ্গাত হয়েছে তৃপ্তিদায়ক মধুভাণ্ড। প্রাপ্ত ও প্রকৃষ্ট রহস্যাবৃত পবিত্র মদীয় সেই অমৃতবর্ষী আশীর্বাদের দ্বারা পূর্বোক্ত সংজ্ঞাপ্রাপ্ত আপনি বর্ধিত হোন।]

তথ্যনির্দেশ

১. দ্র. শ্লোক-১
২. ডঃ অতুল সুর, *আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী*, কলিকাতা, ১৯৮৫
৩. যূথিকা ঘোষ (সম্পাদিত), *শতকত্রয়*, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃ ২
৪. চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *কাব্যাদর্শ*, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ ৫১
৫. পণ্ডিত শিরোমণি বে. কৃষ্ণমাচার্য (সম্পাদিত), আচার্য দণ্ডী রচিত *কাব্যাদর্শ*, তিরপতিশ্রীনিবাস মুদ্রণালয়, ১৯৩৬, পৃ ১৬
৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬
৮. হেমচন্দ্রের *কাব্যানুশাসন* (বিবেক ও চূড়ামণি), কাব্যমালা সংস্করণ, বোম্বে, ১৯৩৬, পৃ ৪০৮

৯. আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত), *অগ্নিপুরাণ*, কলিকাতা, ১৩৮৯, পৃ ৬৩০

১০. শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত *সাহিত্যদর্পণ*, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃ ৪৭৩

১১. ডঃ সুকুমার সেন, *ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ ৩৫৮

১২. দ্র শ্লোক-২৯

১৩. দ্র শ্লোক-৮৫

১৪. দ্র পুষ্পিকার ১ম শ্লোক

১৫. সম্ভবত কবি ছন্দ মিলানোর জন্য ‘পু’ স্থলে ‘পূ’ পাঠ গ্রহণ করেছেন।

১৬. পুঁথিতে টীকা ‘মতমিত (‍))র্থঃ’ আছে।

১৭. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘শ’ স্থলে ‘স’ লিখেছেন।

১৮. সম্ভবত কবি ছন্দ মিলানোর জন্য ‘বি’ পাঠের স্থলে ‘বী’ পাঠ গ্রহণ করেছেন।

১৯. পুঁথিতে ‘ধুনী’ পাঠ আছে। সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘ধূলী’ স্থানে ‘ধুনী’ লিখেছেন।

২০. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘বহ্নিতীবিদূয়মান’ লিখেছেন, শুদ্ধ পাঠ হবে ‘বহ্নিভির্বিদূয়মান,’ তাই শুদ্ধ পাঠটি গ্রহণ করা হয়েছে।

২১. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘ষ’ স্থলে ‘শ’ লিখেছেন।

২২. পুঁথিতে টীকা আছে : ‘শৈবমিত্যর্থঃ’।

২৩. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘স’ স্থলে ‘শ’ লিখেছেন।

২৪. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘দৈন্যভীবিনাশ’ লিখেছেন, শুদ্ধপাঠ হবে ‘দৈন্য ভির্বিনাশ’, এখানে শুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৫. পুঁথিতে ‘ন’ আছে।

২৬. পুঁথিতে ‘ন’ আছে।

২৭. পুঁথিতে ‘ভুক্’ আছে।

২৮. পুঁথিতে ভীতিতশ্বিদীষ্ট আছে; কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় ‘ভীতিতস্তদিষ্ট’ পাঠ গৃহীত হয়েছে।

২৯. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘জ্ঞ’ স্থলে ‘ঞ্চ’ লিখেছেন।

৩০. পুঁথিতে ‘জন্মবারণমনেন’ স্থানে জন্যবারণং অনেন’ আছে।

৩১. পুঁথিতে ‘অপাশ্যবৈন্ধবীং’ আছে, কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় ‘অপশ্যদৈন্দবীং’ পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৩২. পুঁথিতে ‘কৃত্তক’ আছে, কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় ‘সদৃক্’ পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৩৩. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘স’ স্থলে ‘শ’ লিখেছেন।

৩৪. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘মৃ’ স্থলে ‘ম’ লিখেছেন।

৩৫. পুঁথিতে মেখল আছে, কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় ‘মেখলঃ ’ পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৩৬. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘শ’ স্থলে ‘স’ লিখেছেন।

৩৭. পুঁথিতে সুদ্বর্হ্রদাংশ্চ আছে, কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় ‘শক্রহ্রদাংশ্চ’ পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৩৮. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘দজ’ স্থলে ‘দ্য’ লিখেছেন।

৩৯. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘শ’ স্থলে ‘স’ লিখেছেন।

৪০. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত ‘ষ’ স্থলে ‘শ’ লিখেছেন।

৪১. পুঁথিতে ‘ভবন্তমারয়ন’ আছে কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় ‘ভবন্তমারাধয়ন্’ পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৪২. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।
৪৩. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।
৪৪. পুঁথিতে 'সাগরৈরপূ' আছে, কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় 'সাগরৈরপূরয়দ্' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৪৫. পুঁথিতে 'সুবীয়' আছে, কিন্তু অর্থবোধের জন্য 'স্বকীয়' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৪৬. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'স' স্থলে 'শ' লিখেছেন।
৪৭. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'র' স্থলে 'ম' লিখেছেন।
৪৮. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'ধর্মত' স্থলে 'ধমতঃ' লিখেছেন।
৪৯. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'চ' স্থলে 'ত' লিখেছেন।
৫০. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'ণ' স্থলে 'ত' লিখেছেন।
৫১. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'চ্ছ' স্থলে 'ছছ' লিখেছেন।
৫২. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'ধ্ব' স্থলে 'দ্ধ' লিখেছেন।
৫৩. পুঁথিতে 'সুভাংশু' আছে কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় 'শুভ্রাংশু' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৫৪. পুঁথিতে 'নিজদ্রূকে' আছে, কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় 'নিজার্হকে' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৫৫. পুঁথিতে তথা আছে, কিন্তু অর্থবোধের জন্য 'যথা' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৫৬. পুঁথিতে ত্রয়ীবিতং আছে, কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় 'ত্রয়ীবৃতং' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৫৭. পুঁথিতে সেমুষি আছে, কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় 'শেমুষী' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৫৮. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'স' স্থলে 'শ' লিখেছেন।
৫৯. পুঁথিতে ভুবা আছে, কিন্তু অর্থবোধের জন্য 'ভুবং' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৬০. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।
৬১. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।
৬২. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।
৬৩. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।
৬৪. পুঁথিতে প্রিণেদমিশ্যতে আছে, কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় 'প্রীণজমিষ্যতে' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৬৫. পুঁথিতে ক্ষিতাবনোপতিষ্ঠতে আছে, কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় 'ক্ষিতাবনুপ্রতিষ্ঠতে' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৬৬. পুঁথিতে বিধীরিরংশুঋষ্য আছে, অর্থবোধের জন্য 'বুদ্ধিরিবাংশুর্যস্য' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৬৭. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।
৬৮. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'থ' স্থলে 'ব' লিখেছেন।
৬৯. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'স' স্থলে 'শ' এবং 'ম' স্থানে 'মা' লিখেছেন।
৭০. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'লী' স্থলে 'লি' লিখেছেন।
৭১. পুঁথিতে 'ধিরং' আছে, কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় 'ধিয়ং' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৭২. পুঁথিতে তীষ্নিক আছে। কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় 'তৃষ্ণিক' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৭৩. পুঁথিতে 'প্রকাঃ' আছে, কিন্তু অর্থবোধের জন্য 'প্রদাঃ' পাঠ গৃহীত হয়েছে।
৭৪. সম্ভবত কবি ছন্দ মিলানোর জন্য 'নী' স্থলে 'নি' লিখেছেন।
৭৫. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'স' স্থলে 'শ' লিখেছেন।
৭৬. পুঁথিতে 'বারিণাং' আছে কিন্তু অর্থবোধের জন্য 'কারিণাং' পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৭৭. পুঁথিতে টীকা 'তস্মিন্ কাশ্যাং' আছে।

৭৮. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'স' স্থলে 'শ' লিখেছেন।

৭৯. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।

৮০. পুঁথিতে 'হ্যধ্বরক্ষকেন ' স্থানে 'হয়াধ্বরাক্ষকেন' আছে।

৮১. পুঁথিতে 'সংঘমান' স্থানে 'সংহমান' আছে।

৮২. পুঁথিতে 'নরাধি' স্থানে 'নরাদি' আছে।

৮৩. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।

৮৪. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'স' স্থলে 'শ' লিখেছেন।

৮৫. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।

৮৬. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'স' স্থলে 'শ' লিখেছেন।

৮৭. পুঁথিতে টীকা 'বেনবো' আছে।

৮৮. পুঁথিতে অতিরিক্ত পাঠ 'সযুক্তা' আছে।

৮৯. পুঁথিতে সংঘতি আছে, কিন্তু অর্থবোধের জন্য 'সংহতি' পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৯০. সম্ভবত কবি ছন্দ মিলানোর জন্য 'তি' স্থলে 'তী' লিখেছেন।

৯১. পুথিতে বিতং আছে, কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় 'বৃতং' পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৯২. সম্ভবত কবি ছন্দ মিলানোর জন্য 'চু' স্থলে 'চূ' লিখেছেন।

৯৩. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'স' স্থলে 'শ' লিখেছেন।

৯৪. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।

৯৫. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'ষ' লিখেছেন।

৯৬. পুঁথিতে 'নায়কা' আছে, কিন্তু অর্থবোধের জন্য 'নায়কো' পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৯৭. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।

৯৮. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'ষ' লিখেছেন।

৯৯. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'ষ' লিখেছেন।

১০০. পুঁথিতে গতো আছে, কিন্তু পদের অন্তে থাকায় সন্ধি হচ্ছে না তাই 'গতঃ' পাঠ গৃহীত হয়েছে।

১০১. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'ষ' স্থলে 'শ' লিখেছেন।

১০২. পুঁথিতে টীকা 'ভোইত্যর্থঃ' আছে।

১০৩. পুঁথিতে টীকা 'ভবতো' আছে।

১০৪. পুঁথিতে সম্ভবত লিপিকর প্রমাদবশত 'শ' স্থলে 'স' লিখেছেন।

১০৫. পুঁথিতে 'বান' আছে।

১০৬. পুঁথিতে 'দিন এব' আছে।

১০৭. পুঁথিতে পুষ্পিকাংশের তিনটি শ্লোকে কোন শ্লোক সংখ্যা নেই।